বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>176 >>24 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৭৬ >> << ২৪ শে, চৈত্র ১৪২৯>>

উত্তর ইরাকি বিমানবন্দরের ফ্লাইটের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে তুরস্ক

তুরস্ক ঃ বুধবার শীর্ষ একজন তুর্কি কর্মকর্তা জঙ্গি কার্যকলাপের কথিত বৃদ্ধি বিমান উড্ডয়নের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ উল্লেখ করে বলেন, তুরস্ক কুর্দিশাসিত উত্তর ইরাকের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ এবং সেখান থেকে বিমান উড্ডয়নের জন্য তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র তানজু বিলজিক বলেন, সুলেইমানিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান উড্ডয়ন এবং অবতরণের জন্য সোমবার আকাশপথটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। একটি লিখিত বিবৃতিতে বিলজিক বলেছে, বন্ধ করার এই সিদ্ধান্ত সুলেইমানিয়াহ শহরে নিষিদ্ধ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকের কার্যকলাপের কথিত বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া ছিল। এর মধ্যে বিমানবন্দরে অনুপ্রবেশও অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ইরাকে দুটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্ত আসে। ওই দুর্ঘটনায় তাতে আরোহী কুর্দি জঙ্গিরা নিহত হয়। এই ঘটনাটি হেলিকপ্টারগুলোর পিকেকে'র দখলে থাকার দাবিকে আরও জোরদার করে, যা তুর্কি কর্তৃপক্ষকে ক্ষুব্ধ করেছে। উত্তরপূর্ব সিরিয়ায় প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এবং কুর্দি নেতৃত্বাধীন বাহিনী পরে বলেছে, তারা সোলেমানিয়ার একটি ফ্লাইটে খারাপ আবহাওয়ার সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় একজন কমান্ডারসহ ৯ জন যোদ্ধাকে হারিয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 59832.97 +143.66
NIFTY : 17599.15 +42.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
34.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .06 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .34 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

লেবানন থেকে ছোড়া রকেট ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হেনেছে

লেবানন ঃ কর্মকর্তারা বলেন জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে ইসরাইলি পুলিশের অভিযানের পর ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার লেবানন থেকে ইসরাইলে রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং আন্তঃসীমান্ত আর্টিলারি ফায়ারের মাধ্যমে এর জবাব দেয়া হয়েছে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা সীমান্তের কাছাকাছি উত্তরের শহরগুলোতে সাইরেন বাজানোর সাথে সাথে কমপক্ষে একটি রকেট ভূপতিত করেছে। লেবাননের দুটি নিরাপত্তা সূত্র জানায়, একাধিক রকেটসহ কমপক্ষে দুটি হামলা হয়েছে। ইসরাইলি নিউজ আউটলেটগুলো জানিয়েছে, লেবানন থেকে প্রায় ৩০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেগুলোর অর্ধেক ভূপাতিত হয়েছে এবং ৫টি ইসরাইলি এলাকায় আঘাত করেছে। ইসরাইল এম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, একজন ব্যক্তি গোলার ক্ষুদ্র অংশে আহত হয়েছেন। কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে তিনটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, লেবাননের ফিলিস্তিনি উপদলকে রকেট হামলার জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। দলটি ভারী অস্ত্রধারী লেবাননী হিজবুল্লাহ দল নয়। ২০০৬ সালে হিজবুল্লাহর সাথে ইসরাইল এক মাসব্যাপী যুদ্ধ করেছিল। গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী ইসলামপন্থী দল হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ লেবানন সফর করার সময় বৃহস্পতিবারের ঘটনাটি ঘটে। লেবাননের সামরিক বাহিনী বা হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। একটি লিখিত বিবৃতিতে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী ইউএনআইএফআইএল পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে অভিহিত করেছে এবং সংযমের আহ্বান জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইউএনআইএফআইএল প্রধান আরল্ডো লাজারো উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছেন। আল আকসা অভিযানের প্রেক্ষিতে অবরুদ্ধ দক্ষিণ উপকূল থেকে রকেট ছোড়ার পর ইসরাইল গাজার বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে যা আরব বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হয়।

ফিজি চীনা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তদন্ত করছে

ফিজিঃ ফিজির প্রধানমন্ত্রী চীনের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক উচ্চপদস্থ নেতার ফিজি সফরের সময় চীন সরকার গুপ্তচরবৃত্তি করেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত করছেন সিতিভেনি রাবুকা। রাবুকা গত ডিসেম্বর মাসে তৃতীয়বারের মতো ফিজির প্রধানমন্ত্রী হন। রাবুকা ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঐ দেশটিতে দুটি সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৯৯০-এর দশকে দেশটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার সরকার ফেডারেল স্টেটস অফ মাইক্রোনেশিয়ার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডেভিড পানুয়েলোর অভিযোগের তদন্ত করছেন যে সম্প্রতি ফিজি সফরের সময় চীনের এজেন্টরা তাকে অনুসরণ করেছিল। পানুয়েলো বেইজিংয়ের কঠোর সমালোচক। গত মাসে তিনি মাইক্রোনেশিয়ার আইনসভায় চিঠি লিখে চীনের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, স্থানীয় রাজনীতিবিদদের ঘুষ দেওয়া এবং দেশটির সার্বভৌমত্ব খর্ব করার চেষ্টার অভিযোগ করেন।
অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের দ্য প্যাসিফিক প্রোগ্রামে রাবুকা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ফিজিতে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি, তবে সেগুলি গুরুত্বসহকারে নেওয়া হচ্ছে।
রাবুকা বলেন, ফিজির আধিপত্যে থাকাকালীন অন্য কোনো শক্তির হুমকি অনুভব করা হচ্ছে তার মুখে প্রায় চপেটাঘাত করার শামিল। সুতরাং, আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার যে আসলে কি ঘটেছিল এবং যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে তবে আমরা কীভাবে তা মোকাবেলা করব?
চীনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ঐ অভিযোগের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

ইহুদীদের পাসওভার শুরুঃ গাজা থেকে রকেট নিক্ষেপঃ উত্তেজনা বাড়ছে

ইসরাইল ঃ ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা বৃহস্পতিবার ভোরে বেশ কয়েকটি রকেট নিক্ষেপ করার ফলে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলার সাইরেন বেজে ওঠে। টানা দ্বিতীয় দিনের মতো সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে যখন একই সময়ে দুটি ধর্মের সংবেদনশীল ছুটি চলছিল। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গাজা উপত্যকা থেকে ছোঁড়া সাতটি রকেট মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে। কোনও দল ঐ রকেট হামলার দায় স্বীকার করেনি। ইসরাইলি পুলিশের সঙ্গে মুসলমান মুসল্লিদের সংঘর্ষ হয় যখন মুসল্লিরা আল আকসা মসজিদে রাতভর থাকার চেষ্টা করে। জেরুজালেমের সবচেয়ে সংবেদনশীল পবিত্রতম স্থান আল আকসা মসজিদে আরেকটি উত্তেজনাপূর্ণ রাত অতিবাহিত হবার পর ঐ রকেট ছোঁড়ার ঘটনাটি ঘটে। ২২ মার্চ থেকে রমজান শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক মুসলমান বারবারই মসজিদে রাত কাটানো চেষ্টা করে আসছিলেন। এটি এমন একটি অনুশীলন যা সাধারণত মাসব্যাপী রমজানের ছুটির শেষ ১০ দিনের জন্য মসজিদের ভেতরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে।
ইসরাইলি পুলিশ মুসল্লিদের উচ্ছেদ করতে সেখানে রাতে প্রবেশ করলেও মঙ্গলবার সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। নামাজীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও আতশবাজি নিক্ষেপ করলে পাল্টা জবাবে পুলিশ কয়েক ডজন লোককে আঘাত করেছে এবং শত শত লোককে গ্রেপ্তার করেছে। একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার ইসরাইলি পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করলেও কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে তারা আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, বুধবার তাদেরকে ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে মারধর, রাবার বুলেট ও স্টান গ্রেনেড হামলায় এক অ্যাম্বুলেন্স চালকসহ কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে।

সাংবাদিকদের ভিসা নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে মতবিরোধ

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ নতুনদিল্লি ও বেইজিংয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত ঝামেলা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ভারত ও চীনের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের ১১টি স্থানের নাম পরিবর্তন বা 'স্ট্যান্ডার্ডাইজড' করার বিষয়ে ভারত চীনকে আপত্তি জানানোর কয়েক দিন পর এই মতবিরোধের ঘটনা ঘটল। চলতি সপ্তাহে ভারতীয় সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, বেইজিংয়ে কর্মরত দুই ভারতীয় সাংবাদিককে ভারত থেকে চীনের রাজধানীতে তাদের কাজে ফিরে যাওয়ার সময় বাধা দেওয়া হয়েছে। দ্য হিন্দু সংবাদপত্র এবং রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম প্রসার ভারতীর সংবাদদাতাদের মঙ্গলবার জানানো হয়েছে যে তাদের ভিসা স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টির সম্পর্কে অবগত একটি ভারতীয় সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্যটি জানিয়েছে। ভিসা স্থগিত করার বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বৃহস্পতিবার বলেন, চীনের সাংবাদিকরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক আচরণের স্বীকার হয়ে আসছেন এবং সম্প্রতি সিনহুয়ার এক সাংবাদিককে ৩১ মার্চের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে।
মাও বলেন, 'চীন সবসময়ই ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, চীনা কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কিন্তু তারা কোনো সাড়া দেয়নি এবং তাদের ভুলও সংশোধন করেনি। নতুনদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন, 'ভারত আশা করছে, 'চীনা কর্তৃপক্ষ চীনে তাদের অব্যাহত উপস্থিতি ও সংবাদ পাঠানোর সুবিধা দেবে। ২০২০ সালের মাঝামাঝিতে দুদেশের মধ্যকার বিতর্কিত হিমালয় সীমান্তে চীনা ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় যখন থেকে এশীয়ার বিশাল পারমাণবিক ঐ দুই শক্তিধর দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। ওই সংঘর্ষে ২৪ জন নিহত হয়। সামরিক ও কূটনৈতিক আলোচনার পর পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত হয়েছে, তবে সীমান্তের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে।

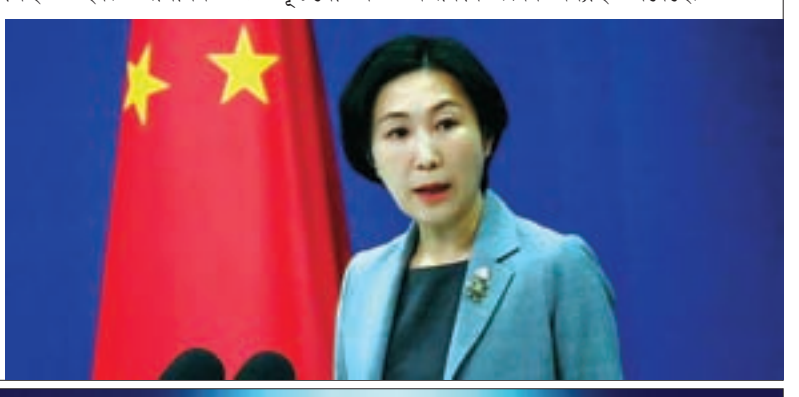

কৃষি ফলস্বরূপ মশারা ডিম পাড়ার মতো জায়গাই পায় না

অ্যাজোলার ইতিকথা

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ কয়েকদিন হলো পরিচিত একজনের বাড়িতে ইকমার্স সাইট থেকে প্যাকেট বন্দী হয়ে ঝাড়খন্ডের ঘাটশিলার সূবর্ণরেখানদী থেকে এসে পৌঁছেছে এই অ্যাজোলা (Azolla sp.)। আগে ধারনা ছিল এটি শৈবালবা শ্যাওলাজাতীয় কিছু। পরে জানলাম, এইরকম ভাবনাটা ভুলমাত্র ছিল। নেটদুনিয়ায় এইদিক ওইদিকখুঁজে জানা যায় যে এটি এক ধরনের জলজফার্ন। আর সত্যি বলতে কি এর গুণের শেষ নেই!
খুব দ্রুতগতিতে বাড়ে এই ফার্ন। প্রতি দু'দিনে আয়তনে দ্বিগুণহয়। আর আমরা তো জানি, যে গাছের ওজন যত বাড়ে, সে তত বেশি অক্সিজেনতৈরি করে, তত বেশি কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে শোষণ করে। ফলে পরিবেশশুদ্ধ করতেও এদের কোন তুলনা নেই।
এই গাছের সবচেয়ে বড় গুণের কথা এবারে বলা যাক। আনাবায়না অ্যাজোলে (Annabaenaazolae) বলে এক ধরনের ব্লুগ্রীন অ্যালগি এদের পাতায় বাসা বাঁধে। দুজনের মধ্যে বেশ মধুর দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক। অ্যালগি, ফার্নের কাছে আশ্রয় পায় বলে আশ্রয়দাতার উপকার করতে সদা ব্যগ্র। এই ছোট্ট অ্যালগির অদ্ভুত ক্ষমতা! প্রাণীদের তো ছেড়েই দেওয়া যাক, বড় বড় গাছেরাও যা পারে না, সেটাই করে দেখায় এরা। বাতাসের নাইট্রোজেনকে প্রায় ঘাড় ধরে গাছের খাবার উপযুক্ত নাইট্রেটযৌগে পরিণত করতে পারে। আর আশ্রয়দাতা অ্যাজোলা ফার্ন এই নাইট্রেটের সাহায্যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
বিভিন্ন দেশে এই অ্যাজোলা ফার্নের ব্যবহার করে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন অনেক বাড়ানো গেছে। দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া এই অ্যাজোলা তুলে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে নাইট্রোজেনের প্রভাবে গাছের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। জৈব সার হিসেবে এ প্রায় অতুলনীয়। আবার গরম কালে গাছের গোড়ায় মালচিং করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। বেশি নাইট্রোজেন থাকার জন্য গবাদি পশুকে খাওয়ালে তাদের দুধের উৎপাদনেও বেশ ভালো বৃদ্ধি পায়।
জানেন কি এই ফার্নের আরেক নামমশকুইটো ফার্ন (mosquitofern) কেন? আসলে অতি দ্রুত বেড়ে এরা জলের ওপরে গাঢ় স্তর তৈরি করে। এর ফলস্বরূপ মশারা ডিম পাড়ার মতো জায়গাই পায় না। কাজেই পদ্মের গামলায় এদের দিয়ে দিলে পরোক্ষে মশারও দমন করা হলো। তবে দেখবেন পুরো জলটাই যেন গাঢ় ভাবে এগুলো দিয়ে ঢাকা পড়ে না যায়। তাহলে জলের মধ্যে আবারআলোআরঅক্সিজেনেরঘাটতি হতে পারে। যেটি পদ্মের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ হতে পারে।

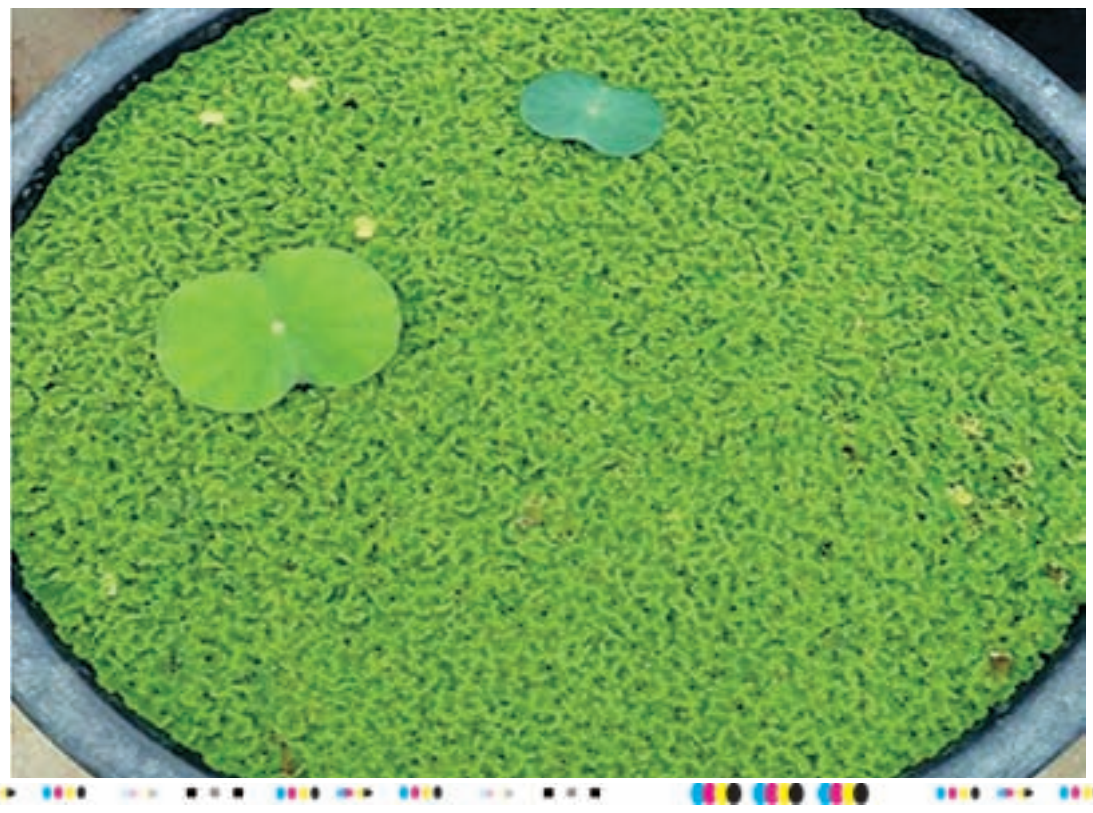

সোলার ই রিক্সাকে শববাহী গাড়ি রূপে ব্যাবহার শুরু জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি। এতদিন ছোটো চার চাকার গাড়িকে এই মহৎ কাজে লাগানো হয়ে আসছিলো বিভিন্ন্ সেচ্ছা সেবি সংগঠন গুলার পক্ষ থেকে।তবে জ্বালানী খরচ ক্রমশ বাড়তে থাকায় পরিষেবা দিতে সমস্যার মুখে পরতে হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কেউই পিছিয়ে আসেনি।তবে এবার এই সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন দিসা দেখলো জলপাইগুড়ির এক সেচ্ছা সেবি সংগঠন।শহরের চিকিৎসক ডা সুভ্রোজিত দাস এগিয়ে এলেন এই ব্যাপারে, দুর্ঘটনায় নিহত ভাইয়ের সৃতির উদ্দেশ্যে তিনি সৌর চালিত একটি ই রিকশা কে কিছুটা পরিবর্তন করে শববাহী গাড়িতে পরিণত করে তুলে দিলেন শহরের এক সেচ্ছা সেবি সংগঠনের হাতে।অপরদিকে এমন একটি শববাহী যান পেয়ে গ্রীন জলপাইগুড়ি সেচ্ছা সেবি সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাস, বলেন, এতে খরচ কম যার জন্য বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে এর পরিষেবা আরও বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।

বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে আবারো উত্তপ্ত ভেটাগুড়ি

কোচবিহার ঃ বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে আবারো উত্তপ্ত ভেটাগুড়ি।দিনহাটার ভেটাগুড়িতে বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে আহত দুইজন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে ভেটাগুড়ি বাজারে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। আহতরা হলেন তৃণমূল কর্মী বিশ্বজিৎ বর্মন ও অজিত বর্মন। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূলের এক কর্মী জানান, এদিন বাজারে হঠাৎ করে বিজেপি কর্মীরা আচমকা হামলা চালায়। বিজেপি কর্মীদের হামলায় আহত হয় তাদের দুই কর্মী। নানাভাবে এলাকাকে অশান্ত করে তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিজেপি নেতা অজয় রায় অবশ্য বলেন এদিন সকালে বিজেপি কর্মীরা বাজারে গেলে তৃণমূল কর্মীরা আচমকা তাদের উপর আক্রমণ করে। দলীয় কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।ঘটনার পর এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে উল্টে গেল গম বোঝাই লরি

শিলিগুড়ি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে উল্টে গেল গম বোঝাই লরি।মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন জিয়াগঞ্জ এলাকায়।জানা গিয়েছে, আজ সকালে শিলিগুড়ির দিক থেকে একটি গম বোঝাই গাড়ি জলপাইগুড়ি দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝ বরাবর উল্টে যায় লরিটি।ফলে দীর্ঘক্ষন যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।এই ঘটনায় হতাহতের কোনো ঘটনা না ঘটলেও সামান্য আহত হন লরির চালক। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটিকে উদ্ধার করে।এরপরই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মিনিমাম ওয়েজেস এডভাইসারি বোর্ডের প্রথম বৈঠক শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ শ্রমিক, মালিক,ও সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই মুল লক্ষ্য হবে এই মিনিমাম ওয়েজেস এডভাইসারি বোর্ডের, জানালেন চেয়ারম্যান গৌতম দেব। মিনিমাম ওয়েজেস বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ পাওয়ার পর প্রথম বৈঠক সারলেন গৌতম দেব। এদিন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে স্টেট গেস্ট হাউসে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব ও শ্রম আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে নতুন চেয়ারম্যান গৌতম দেবকে ফুলের তোরা দিয়ে স্বাগত জানান শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক সহ উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরা। ঘন্টা দুয়েক বৈঠক চলার পর বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান গৌতম দেব জানান,,এই বোর্ডের মূল লক্ষ্য হবে শ্রমিক মালিক ও সরকারের মধ্য ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাতে কাজের গতি অনেকটাই বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি জানান সেই কারণে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের বৈঠক করে বৈঠকের মধ্য দিয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনা হবে।

আবারো ফুলবাড়ীর লোকালয় থেকে উদ্ধার হলো বার্মিজ পাইথন

শিলিগুড়ি ঃ শনিবার দুপুর নাগাদ শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ী সংলগ্ন নতুন বাজার এলাকার একটি পরিতক্ত জায়গায় সাফাইয়ের কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। সেই সময় একটি বিশাল আকৃতির অজগর তাদের নজরে আছে।ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করেদেন সকলেই। এদিকে সাপের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশ থেকে প্রচুর মানুষ সাপ দেখতে ভিড় জমান ওই জায়গায়।ততক্ষনে আত্মরক্ষার জন্য সাপটি ঢালাইয়ের একটি স্লেবের তলায় লুকিয়ে পরে।খবর দেওয়া হয় ডাবগ্রাম রেঞ্জের বন কর্মীদের। অবশেষে ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে অক্ষত অবস্থায় সাপটিকে উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া অজগরটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফিট। ফরেস্ট রেঞ্জারের নির্দেশ অনুযায়ী সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান উদ্ধারকারী বনকর্মীরা।

বৈদ্যুতিক তারে আগুন, বাজারে আতঙ্ক

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের বড়বাজারের নিউ মার্কেটে বিদ্যুতের তারের আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো বাজার সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় দোকানদার দুলাল কর্মকার বলেন সকাল ১১ টার সময় দোকানে এসে দেখি তারে আগুন জ্বলছে এরপর ইলেকট্রিক ডিপার্টমেঃটে খবর দিই তারা একবার এসে দেখে যায়।মাঝে মাঝে আগুন লাগে সেখানে আমরা আদমকে রয়েছি এমন হলে খরিদ্দারও কম আসে।

চোরাই বাইক সহ এক পাচারকারী গ্রেফতার

মালদা ঃ চোরাই বাইক সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মালদহ জেলার চাঁচল থানার পুলিশ । পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম সুশান্ত রজক (২৫)। ধৃতকে শনিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে ৩দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন আদালতের করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, শ্যামের হাট থেকে বাইকটি চুরি যায়। বাইকের মালিক চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই শুরু হয় তদন্ত। জিয়াগাছি নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ চোরাই বাইক সহ ওই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি রতুয়া থানার সামসি অঞ্চলের ছবিলপাড়া এলাকায়। ধৃতকে শনিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে ৩দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন আদালতের করা হয়েছে।

বিএসএফের ৭৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কাষ্টাডি তে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ বিএসএফের ৭৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কাষ্টাডি তে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি লাল বাজার এলাকায়।মৃত ব্যক্তির নাম জেলাল মিয়া (৪৬)। ওই মৃত ব্যক্তি শীতলকুচির গিতালদাহ বড় মরিচা এলাকার বাসিন্দা।মৃত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ গতকাল সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি পরিযায়ী শ্রমিক। কয়েক দিন আগে বাড়ি এসেছে। গতকাল নামাজ পড়তে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। আজ তারা জানতে পারেন বিএসএফ ওই ব্যক্তিকে মাথাভাঙ্গা হাসপাতাল নিয়ে আসে।এবং চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

নদীতে অবৈধ খননের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪টি ট্রাক, ২টি ট্রাক্টর আটক, গ্রেফতার ২

শিলিগুড়ি ঃ নদীতে অবৈধ খননের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪টি ট্রাক, ২টি ট্রাক্টর আটক করলো ভক্তিনগর থানার পুলিশ।ঘটনায় গ্রেফতার ২ জন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই নদী থেকে বালি তোলার সময় বালি চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ কিশোরের।এই ঘটনার পর অবৈধ খননের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন।বর্তমানে অনির্দষ্টকালের জন্য নদী থেকে বালি পাথর তোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।বিভিন্ন নদীঘাটে চলছে নজরদারি।এরপরও প্রশাসনের নির্দেশিকাকে আমান্য করে রাতের অন্ধকারে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাথর তুলছে কিছু মানুষ।এই খবর পেয়েই ভক্তিনগর থানার আইসি তাঁর টিমকে নিয়ে অভিযান চালায়।

পণ্যবাহী লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যারেজের সামনে পড়ে, অন্য ২টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

শিলিগুড়ি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি গ্যারেজের সামনে উল্টে গেল মালবোঝাই লরি।ক্ষতিগ্রস্ত বেশকিছু গাড়ি।রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন আমায়দীঘী এলাকায়।

জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির দিক থেকে একটি প্লাইবোর্ড বোঝাই লরি আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ফুলবাড়ির আমায়দিঘি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি গাড়ির গ্যারেজের সামনে উল্টে যায় লরিটি।

ঘটনায় গ্যারেজের সামনে থাকা প্রায় দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও হতাহাতের কোন ঘটনা ঘটেনি।খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দলীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবার মালদায় এলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

মালদা ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলার দলীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবার মালদায় এলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী মহাশয়। কোলকাতা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনে মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশনে নামেন। সেখানে তৃণমূল নেতা সৌমিত্র সরকার, মোহাম্মদ অভিষেক, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ইংরেজবাজার তৃণমূল নেত্রী প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় রায় সহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বরা ফুলের তোড়া ও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেন। তারপর মালদা টাউন স্টেশন থেকে বেরিয়ে পুরাতন মালদা মহানন্দা ভবনে জান। তিনি জানান মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় তাকে মালদা জেলার দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি সঠিকভাবে পালন করবেন। সূত্রে খবর জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে বৈঠক করবেন সেখানে পঞ্চায়েত ভোটে কিভাবে নেতৃত্বরা কাজ করবেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আলিপুর দুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর হচ্ছে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

আলিপুর দুয়ার। আলিপুর দুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর হচ্ছে মঙ্গলবার মাদারিহাটের জলদপাড়া এন আই সি তে এসে একথা জানান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । এদিন এন আই সি তে বনদফতরের আধিকারিক ও জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও কর্মাধক্ষ্য দের নিয়ে বৈঠক করেন বনমন্ত্রী। এদিন বৈঠক শেষে বনমন্ত্রী জানান বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারে চারটি ও জলপাইগুড়ি জেলায় তিনটি মোট সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর করা হচ্ছে । এছাড়া পর্যটন বিকাষে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পর্যটন দফতরের সাথে নিয়ে পর্যটন বিকাষে নতুন পর্যটন প্যাকেজ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এদিন বনমন্ত্রী জানান যে সমস্ত পর্যটক জঙ্গল সাফারি করবে তাদের বীমার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । এছাড়া এদিন বনমন্ত্রী জানান বনকর্মীদের জন্য নতুন অস্ত্র কেনা হচ্ছে এজন্য ইচ্ছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টিরিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

রাম নবমীর মিছিলে হামলার বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল ও সড়ক জ্যাম, পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ

উত্তর দিনাজপুর ঃ রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার প্রতিবাদে ইসলামপুরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তা অবরোধ। পুলিশ রাস্তা অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কার্যকর্তারা।। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।। জানা গিয়েছে গত ৩০ শে মার্চ রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে রাজ্যে বেশ কিছু জায়গায় শোভাযাত্রায় হামলার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।। এদিন বিকালে ইসলামপুর শহরের বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।। মিছিলটি ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুর করে।।। অবরোধের জেরে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়ে পরে।। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ।। পুলিশ বিক্ষোকারী বিজেপির কর্মী সমর্থকদের কে সরাতে গেলে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বিজেপি ও পুলিশ।।। দুই পক্ষের তরফ থেকেই তুমুল বচসা সৃষ্টি হয়।। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।।। অবশেষে বিজেপির কর্মীদের হটিয়ে দিয়ে অবরোধ তুলে দেয় পুলিশ।

দুয়ারে সরকার শিবিরে হামলা চালানোর অভিযোগ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে!

তুফানগঞ্জ ঃ দুয়ারের সরকার আবেদন করেও কোন কাজ না হওয়ায় বুথে বসা দুয়ারে সরকার শিবিরের ব্যানার পোস্টার সমেত সরকারি নথিপত্র ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শাসক ও বিরোধী তরজা তুঙ্গে। বুধবার তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধলপল১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। জানা যায়, তুফানগঞ্জ১ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ধলপল বাজারে বসে দুয়ারে সরকার শিবির। পাশাপাশি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর বুথেও টেবিল চেয়ার নিয়ে দুয়ারে সরকারের শিবির খোলা হয়। এলাকার রাস্তাঘাট বেহাল, দুয়ারে সরকারের আবেদন করেও কোন কাজ না হওয়ায় শিবিরে ব্যানার পোস্টার ও সরকারি নথিপত্র ছিড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে।

নানাবিধ দাবিতে বামফ্রন্টের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ,আধার প্যান কার্ড লিঙ্ক এর জন্য ১০০০ টাকা ফাইন প্রত্যাহর,আলুর সহায়ক মূল্য কেজি প্রতি ১০ টাকা করা, প্রকৃত কৃষকদের আলু সংরক্ষণের নিশ্চয়তা, কৃষি ঋণ মুকুব করা, রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদ, সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে ঘটে যাওয়া জোড়া আত্মহত্যার ঘটনার সঠিক বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে মঙ্গলবার জেলা বামফ্রন্টের ডাকে জলপাইগুড়ি সমাজ পাড়া মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআইএম পার্টি নেতা বিপুল সান্যাল। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আর এস পি দলের পক্ষে প্রকাশ রায়, সিপিআইএমের পক্ষে শ্রমিক নেতা পীযূষ মিশ্র, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ রায়, সিপিআই দলের জেলা সম্পাদক অশোক সেনগুপ্ত, জেলা বামফ্রঃটের আহ্বায়ক সলিল আচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ বলেন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে কখনো ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ড, কখনো আধার কার্ডের সাথে রেশন কার্ড, এখন আধার কার্ডের সাথে প্যান কার্ড লিঙ্ক করাতে ব্যস্ত রাখছে। অথচ এই সময়কালে জিনিসপত্রের দাম অগ্নি মূল্য হয়েছে গোটা দেশে কৃষক ঋণের দায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন দেশের সরকারের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। রাজ্যের ক্ষেত্রে এক চরম দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার চলছে তারা সরকারি ব্যবস্থাপনা যে মানুষের স্বার্থে তা ভুলিয়ে দিয়ে লুঠের রাজত্বে পরিণত করেছে পশ্চিমবঙ্গকে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী গরীব মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেশ ও রাজ্যজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি কায়েমের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। এ হেন পরিস্থিতিতে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছেন বিজেপি ও তৃণমূল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই আজকের দিনে অত্যন্ত প্রযোজন শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে বামপন্থী শক্তিকে শক্তিশালী করা।

বাংলায় জাতি ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা এক ছিলাম এবং এক থাকবোমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

মালদা ঃ হাওড়ার রিষরা কাণ্ডে বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা মালদার তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত পর্যবেক্ষক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। মঙ্গলবার মালদা সফরে এসে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, বাংলায় জাতি ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা এক ছিলাম এবং এক থাকবো। কিন্তু বিজেপি তাদের একটি ধর্মীয় মিছিলের নামে অস্ত্র নিয়ে প্রদর্শন করেছে। সন্ত্রাস কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিজেপি সস্তায় রাজনীতি করার জন্য রামনবমীর নামে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। প্রশাসন পুরো ঘটনার তদন্ত করছে। আমরা চাই বিজেপি যে সন্ত্রাস তৈরির বাতাবরণ তৈরি করেছে, তা প্রতিহত করবে এই বাংলার মানুষ। তবে শান্ত রিষরাকে অশান্ত করার মূলে রয়েছে বিজেপি । আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এদিন মালদা শহরের নতুন সার্কিট হাউসে তৃণমূল দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে এক প্রস্তর বৈঠক করেন পঞ্চায়েতের মালদার পর্যবেক্ষণ তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি বলেন, দলের মধ্যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকতেই পারে। সেটা আভ্যন্তরীণ বিষয়। তা মিটিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু কোথাও কোনো গোষ্ঠীকোন্দল নেই । এই গোষ্ঠী কোন্দলের কথা বারবার বিরোধীরা অপপ্রচার করে উস্কিয়ে দিচ্ছে । তবে এতে কোনো লাভ হবে না। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ফল খুব ভালো হবে। এদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি ছাড়াও জেলার অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক , মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সহ দলের পদস্থ নেতৃত্বদের সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন, মালদার আম আর মালদার মানুষ দুটোই মিষ্টি । মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় জেলা মালদা এবারেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে চমকপ্রদ ফল করবে। তবে এদিন জেলার তৃণমূল দলের নেতৃত্বদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বৈঠক করা হয়েছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিরোধীশূন্য করতে হবে। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে কিনা সেইসব বিষয়গুলি নিয়ে এদিন এক প্রস্তর আলোচনা হয়েছে।

এদিকে মন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের পর তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, এদিন জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য থেকে শুরু করে মালদার মন্ত্রী এবং অন্যান্য দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেছেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক তথা গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। আমাদের এখন লক্ষ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীশূন্য বোর্ড গঠন করা। জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে তৃণমূল জয় লাভ করবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন আলোচনা হয়েছে।

লরির ধাক্কায় গুরুতর ভাবে জখম হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধ ব্যক্তির

উত্তর দিনাজপুর ঃ আলু বোঝায় লরির ধাক্কায় গুরুতর ভাবে জখম হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধ ব্যক্তির।।। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চোপড়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর।।। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে জখম ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির নাম জতিন দাস। বয়স আনুমানিক (৭০)। বাড়ি চোপড়া থানার দাসপাড়া লালবাজার এলাকায়।।। এদিন চোপড়া এলাকায় কাজে আসেন জতিন দাস নামে ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি। চোপড়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় শিলিগুড়ি দিক থেকে আসা একটি আলু বোঝায় লরি ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারলে কিছুটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে।।। দুর্ঘটনাটি চোখে পড়তেই তরিঘরি স্হানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে।। ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির পা গুরুতর ভাবে জখম হয়।। স্হানীয় বাসিন্দারা জখম অবস্থায় উদ্ধার করে চোপড়া দোলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চোপড়া দোলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছুটে আসে।। সেখান থেকে ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে কর্মরত চিকিৎসকরা।। এরপর পরিবারের সদস্যরা জখম অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় মৃত্যু হয়।। পরে পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ চোপড়া থানায় নিয়ে আসে।। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চোপড়া থানার পুলিশ।। পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।।

গাজোলের বাদনাগরা উচ্চ বিদ্যালয় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মালদা ঃ গাজোলের বাদনাগরা উচ্চ বিদ্যালয় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে মানুষের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রেখে সকাল থেকেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বসানো হয়েছে সে ক্যাম্পে পরিদর্শন করতে আসলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার সহ জেলা বিভিন্ন আধিকারিকরা এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং কি কি সুবিধা পাচ্ছেন ও কি কি পাচ্ছেন না সেই সব বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মানুষের ফর্মগুলি নিজে হাতে ফিলাপ করে দেন পুলিশ সুপার ও জেলাশাসক।এছাড় বিভিন্ন কাউঃটারে ঘুরে দেখলেন এবং সেলফি জানে ছবিও তুললেন।এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ঘিরে স্কুল চত্বরে জমজমাট হয়ে ওঠে।দুয়ারে সরকার প্রকল্পের প্রায় সব ধরনের প্রকল্পের পরিষেবা রাখা হয়েছিলো।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আফগানিস্তান প্রসঙ্গে ট্রাম্পকেই দুষলো বাইডেন প্রশাসন

কাবুল ঃ ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে একটি ক্লাসিফায়েড বা গোপন প্রতিবেদনের সংক্ষেপ বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস।

প্রতিবেদনে আফগানিস্তান থেকে প্রস্থানে বিশৃঙ্খলার জন্য গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও ট্রাম্পকে দায়ী করা হয়েছে। ঐ প্রতিবেদনের বিস্তারিত কংগ্রেসকে দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে হোয়াইট হাউস স্বীকার করে নিয়েছে যে, তালেবানের শক্তি ও আফগানিস্তানের সরকারি বাহিনীর দুর্বলতা বুঝতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ব্যর্থ হয়েছিল। গোয়েন্দা বিষয়ে ''আমরা যে ঠিক করিনি, তা স্পষ্ট,'' বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কারবি।

তবে 'যে যুদ্ধ অনেক আগেই শেষ হওয়া প্রয়োজন ছিল সেই যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আর মার্কিন সেনা পাঠাতেন না' বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল। ''২০ বছরের বেশি সময় পর, দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করার পর এবং তিন লাখ সদস্যের আফগান সেনাবাহিনী দাঁড় করানোর পরও তালেবান যে দ্রুততায় ও সহজে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, তা এটাই প্রমাণ করে যে, একটি স্থায়ী ও মার্কিন সামরিক উপস্থিতি আরো অনেক বড় করা ব্যতীত গতিপথ পরিবর্তন করতে পারতো, এমন কোনো কিছু ছিল না।'' ২০২১ সালের ৩০ আগস্ট মার্কিন সেনা সরানোর কাজ শেষ হয়েছিল। তার আগে ২৬ আগস্ট কাবুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৩ জন মার্কিন সেনা ও ১৭০ জন আফগান নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের শেষ সেনা কাবুল ত্যাগের সময়ই তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল।

ন্যাটোর সদস্যরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সাবেক কয়েকজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রকে সেনা না সরানোর আহ্বান জানিয়েছিল।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ২০২১ সালের শেষদিকে সব মার্কিন সেনা সরিয়ে নিতে তালেবানের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন।

হোয়াইট হাউসের প্রতিবেদনে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, বাইডেন ক্ষমতা নেয়ার সময় আফগানিস্তানে মার্কিন অপারেশন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। কারবি বলেন বাইডেনের কাছে দুটি বিকল্প ছিল - মার্কিন সেনা সরিয়ে নেয়া কিংবা তালেবানের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

''সাবেক ট্রাম্প প্রশাসন বাইডেন প্রশাসনের জন্য একটি তারিখ রেখে গিয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর করার কোনো পরিকল্পনা রেখে যায়নি। চার বছর ধরে অবহেলার পরে - এবং কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে শক্তির ক্ষয় ঘটিয়ে - নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থানের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা, অফিস এবং এজেন্সির প্রয়োজন ছিল সেগুলো বেহাল অবস্থায় ছিল,'' বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুয়ারে ডিজিটাল শিক্ষা চালু করা হোক

ঢাকা ঃ তিস্তা নদীর জল ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আরো দুটি খাল খনন সম্পর্কিত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য চেয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক যোগাযোগ করা হয়েছিলো। এর জবাবে, এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া নেই বলে জানিয়েছে ভারত। নয়াদিল্লিতে বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি সাংবাদিকদের বলেন, আমার কাছে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আমরা এখনো সাড়া দিয়েছি কি না, সে সম্পর্কে আমার কাছে বিস্তারিত কিছু নেই। তিনি আরো বলেন, পররাষ্ট্র সচিবের (বাংলাদেশ) মন্তব্য আমি দেখেছি। এটি এমন একটি বিষয় যাতে আমরা এখনো কোনো বিবৃতি দিইনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন জানান, তিস্তার পানি প্রত্যাহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে দুটি নতুন খাল খননের বিষয়ে জানতে চাওয়া তাদের কূটনৈতিক নোটের (নোট ভার্বাল) বিষয়ে ভারত এখনো সাড়া দেয়নি। এর আগে, কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ এক প্রতিবেদনে জানায়, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের আওতায় আরো দুটি খাল খননের জন্য প্রায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছে সেচ বিভাগ। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, এই পদক্ষেপটি জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার আরো বেশি খামারকে সেচের আওতায় আনতে সহায়তা করবে। তবে, তিস্তা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রবাহিত হওয়ায় বাংলাদেশকে বিপর্যস্ত করতে পারে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তিস্তার পানি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময়ে। পানি সংকট নিরসনে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে দেশটি।

অরুণাচলে নামবদল চীনের, খারিজ ভারতের

নয়া দিল্লিঃ অরুণাচলের ১১টি জায়গার নামকরণ করলো চীন। সেই নাম সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করলো ভারত।

ভারত ও চীনের মধ্যে এবার নামকরণ বিতর্ক। কারণ, অরুণাচল প্রদেশের ১১টি জায়গার চীনা নাম রেখেছে বেজিং। এমনিতেই অরুণাচলকেই তাদের জায়গা বলে দাবি করে চীন। তারা ভারতের উত্তরপূর্বের এই রাজ্যের নাম দিয়েছে সাউথ টিবেট বা দক্ষিণ তিব্বত। গত ১ এপ্রিল চীনের সিভিল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় জানায় যে, সাউথ টিবেটের কিছু ভৌগলিক নামকে স্ট্যান্ডার্ডাইজড করা হলো। এর মধ্যে আছে পাহাড়চুড়ো, নদী, আবাসিক এলাকা ও শহর। এরপরই ভারত জানিয়ে দেয়, অরুণাচলের কোনো জায়গা বা কোনো কিছুর নাম দেয়ার কোনো অধিকার চীনের নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেছেন, চীন আগেও এই ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেছে। ভারত এই প্রয়াস সরাসরি খারিজ করে দিচ্ছে। অরিন্দম বলেছেন, অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা কোনোদিন ভারতের থেকে আলাদা হবে না। নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা এই প্রকৃত অবস্থানের বদল ঘটায় না। ২০১৭ সালে দলাই লামা অরুণাচল প্রদেশ সফরে গিয়েছিলেন। তখন চীন অরুণাচলের ছয়টি জেলার নামকরণ করে। গত ডিসেম্বরে তারা ১৫টি জায়গার নামকরণ করেছিল। ভারত তখনো এই নাম খারিজ করে দেয় এবং প্রবল প্রতিবাদ জানায়। এবার তারা ১১টি জায়গার নামকরণ করেছে। লাদাখের মতো অরুণাচলেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অনেক জায়গায় ভারত ও চীনের সেনারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। গত ডিসেম্বরে দুই দেশের সেনার মধ্যে তাওয়াংয়ে সংঘর্ষ হয়েছে। এখানে দুই দেশের সেনার মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নামকরণ বিতর্ক নিয়ে দুই দেশের বিরোধ সামনে এলো।

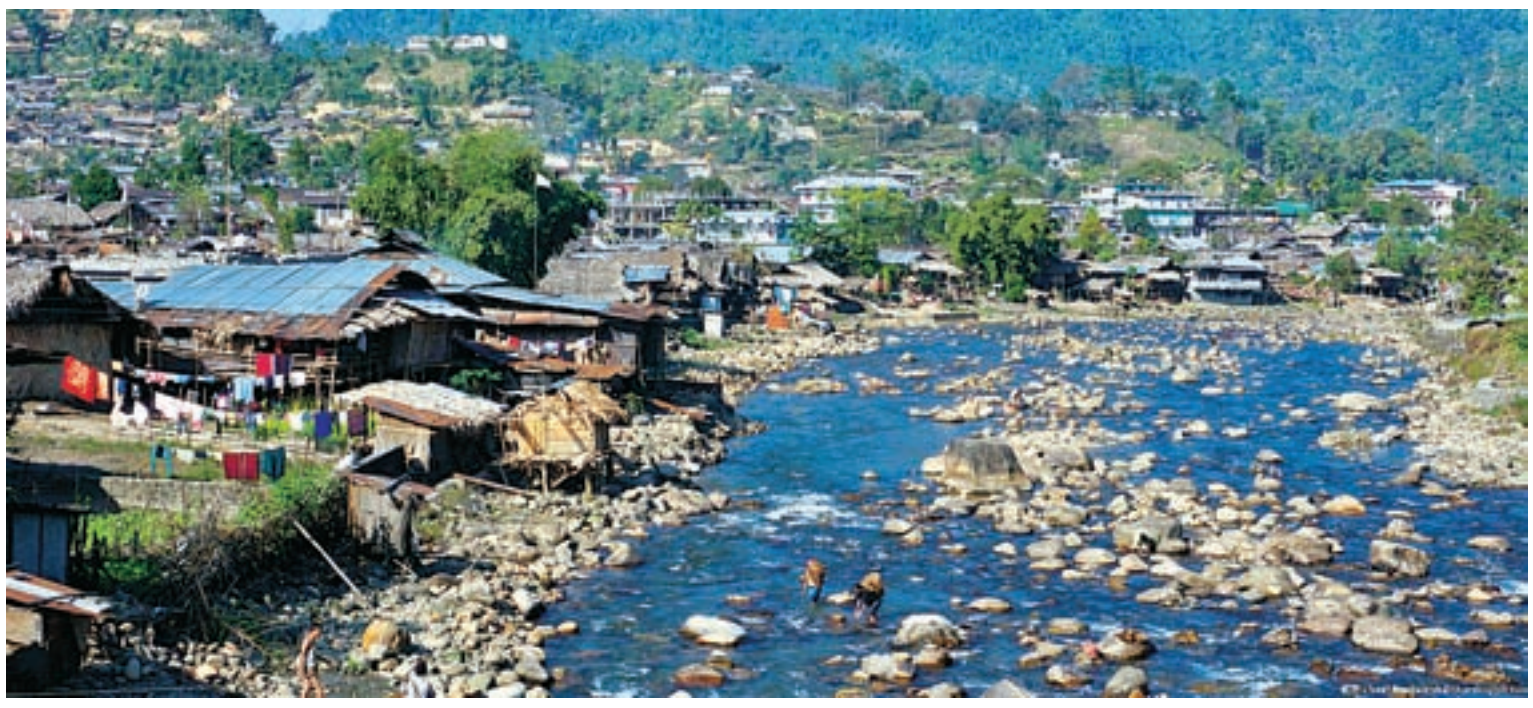

জাতীয় সংসদের ৫০ বছর ঃ ৭০ অনুচ্ছেদে বলীয়ান 'এক দলের শাসন'

ঢাকা ঃ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল। তাই এই ৭ এপ্রিলে পূর্ণ হলো সংসদের ৫০ বছর । সংসদ সদস্য এবং বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, জাতীয় সংসদ এখন আর রাজনীতিকদের হাতে নেই, ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা খর্ব করেছে, যা একদলীয় শাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তীতে বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে বলেছেন, ''ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো নির্বাচন। আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস ও হিংসার রাজনীতি কখনো দেশসমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। সংঘাত ভুলে আলাপআলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে এসে গণতন্ত্রকে বিকশিত করা উচিত।'' ''গণতন্ত্র আমদানি বা রপ্তানিযোগ্য কোনো পণ্য বা সেবা নয়। গণতন্ত্রহীন অবস্থায় যে উন্নয়ন হয় তা কখনো সার্বজনীন হতে পারে না। চর্চার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র বিকশিত ও শক্তিশালী হয়,'' বলেন রাষ্ট্রপতি। তার কথা, ''দেশের উন্নয়ন স্থায়ী ও টেকসই করতে হলে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজবুত করতে হবে।'' আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেছেন, ''সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংসদ অনন্য ভূমিকা পালন করছে।'' তিনি সংসদে তার উত্থাপিত প্রস্তাবে বলেন, ''বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুরূপে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং আশাআকাঙ্খার সফল বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ও সক্রিয় ভুমিকা রাখবে। গণতন্ত্র হবে সুসংহত. শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, সকলের জন্য সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।'' সরকার দলীয় সংসদ সদস্য এবং নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ''বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মাথায় সংবিধান হয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে যে সংসদে ১৫৬টি আইন পাস হয়েছে। তারপর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তো দীর্ঘদিন সংসদীয় রাজনীতি আলোর মুখ দেখেছি। দীর্ঘদিন স্বৈরাচার, সামরিক স্বৈরাচার ছিল। ৯০এর গণ অভ্যুত্থানের পর আমরা সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে আসি। তারপরও সংসদ বাধাগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিকে হত্যা করতে পারে নাই।'' তার কথা, ''বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো স্বাধীনতা। আর গত ১৫ বছর সংসদীয় রাজনীতির নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নের দিকে গেছে। মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কৃতিত্ব শেখ হাসিনার।'' তবে সংসদ থেকে বিএনপির পদত্যাগকারী এমপি হারুনুর রশিদ বলেন, ''সংসদের ৫০ বছর পূর্তিতে সংসদে কেন বিরোধী দল নাই। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। এটা একটি এক দলীয় সংসদ। সংসদকে কার্যকর করতে হলে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতে হবে। যারা নির্বাচিত. তারাই সংসদে থাকবেন, অনির্বাচিতরা নয়।'' তার কথা, ''সংসদে দয়িত্বশীল যারা ৫০ বছর পূর্তিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, তারা বাস্তবতার ধারেকাছে নাই। তারা সত্য বলছেন না। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আজকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সংসদকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।'' তিনি বলেন, ''আমরা যেভাবে বাকশালকে বিদায় করেছি তেমনি আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবো, সংসদকে কার্যকর করবো।''

জাতীয় পার্টির এমপি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী মনে করেন, ''সংবিধানে যতদিন ৭০ অনুচ্ছেদ থাকবে, ততদিন সংসদ সদস্যরা স্বাধীন নন। তাদের কোনো বাকস্বাধীনতা নাই। কারণ সংসদ সদস্যরা এই বিধির কারণে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না, গেলে সংসদ সদস্য পদ বতিল হয়ে যায়। ফলে কোনো আইন খারাপ হলেও সমর্থন দিতে হয়।'' তার কথা, ''এই অনুচ্ছেদের কারণে সংসদীয় ব্যবস্থা একদলীয় শাসনের দিকে চলে যাচ্ছে। একদলীয় আবার একজনের শাসন ব্যবস্থার দিকে চলে যাচ্ছে।'' তিনি মনে করেন, ''সংসদে জবাবহিতার জায়গা তৈরি হয়নি। মন্ত্রী এমনকি প্রধান মন্ত্রীও সংসদে জবাবদিহি করবেন। কিন্তু তা হয়নি। সংসদীয় কমিটিগুলো কাউকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারে না। আর দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র হয় না।'' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান বলেন, ''জাতীয় সংসদ এখন ব্যাবসায়ীদের দখলে চলে গেছে। ৯০এর পর থেকে এই পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। ৬৫৭০ ভাগ এমপি এখন ব্যবসায়ী। আগে সংসদে প্রাধান্য থাকতো আইনজীবী ও রাজনীতিবিদদের। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য ছিল।'' তার কথা, ''ব্যবসায়ীরা শুধু বাংলাদেশে নয়, সব দেশেই সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য কাজ করেন। তাই এখনকার সংসদ সদস্যরা জনগণের জন্য নয়, মুনাফার জন্য কাজ করেন। এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভালো হয় না।'' তিনি বলেন, ''সংসদ সদস্যদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু এখন তারা তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা নিয়ে কাজ করেন। ফলে এটা ব্যবসায়ীবান্ধব সংসদে পরিণত হয়েছে।'' তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''ভোটের অধিকার সংকুচিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়ায়নি। গণতান্ত্রিক মানসিককতার পরিবর্তে ফিউডাল মানসিকতা প্রাধান্য বিস্তার করছে। তাই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে আরো অনেক দূর যেতে হবে।''

ফেলো কড়ি নাও চাকরি

কলকাতা ঃ যত বেশি টাকা, তত বেশি নম্বর। নিয়োগদুর্নীতি মামলায় কীভাবে নম্বর দেওয়া হতো, তা আদালতকে জানালো সিবিআই।

বৃহস্পতিবার আলিপুর নগর দায়রা আদালতে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। সেখানে আদালতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ডায়েরি পেশ করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবীর দাবি, পরীক্ষার্থীদের নম্বর বাড়ানো হতো টাকার অঙ্কের উপর। যে যত বেশি টাকা দিত, তার নম্বরও তত গুণ বাড়ানো হতো।

উদাহরণ হিসেবেসিবিআই বলেছে, ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে কেউ যদি তা ৭২ শতাংশ করতে চাইতো, তাহলে টাকা লাগতো তুলনামূলক কম। কিন্তু ৬৫ থেকে ৭২ শতাংশ নম্বর নিয়ে যেতে হলে টাকা দিতে হতো অনেক বেশি। কোন নম্বর থেকে কোন নম্বরে পৌঁছাতে গড়ে কত টাকা করে দিতে হতো, তার একটি প্রাথমিক হিসেব আদালতের কাছে পেশ করেছে সিবিআই। সিবিআইয়ের দাবি, পরীক্ষা দিয়ে কে কত নম্বর পাচ্ছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, টাকা দিয়ে কে কত নম্বর পাচ্ছে, তার উপরেই চাকরি নির্ভর করতো। টাকার অঙ্কই ঠিক করে দিত মার্কশিট। এদিন অবশ্য বিচারক সিবিআইকে বলেছেন, সময় সময় অভিযোগগুলি বদলে যাচ্ছে। মূল অভিযোগ কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। বস্তুত, তার পরেই টাকা দিয়ে নম্বর কেনার বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী। এদিকে, বিচারকের কাছে চিঠি দিয়ে ধৃত কুন্তল ঘোষ জানিয়েছেন, ইডির অফিসাররা তাকে অভিষেকের নাম বলতে চাপ দিচ্ছেন। আদালতে পেশের সময় কার্যত সাংবাদিক বৈঠকের ঢঙে একথা জানিয়েছেন কুন্তল।

ভারতীয় প্রেস কাউন্সিল কি তালপাতার সেপাই?

কলকাতা ঃ ক্ষমতা আছে।চাইলে তা আরো বাড়ানোও যেতে পারতো সময়ের দাবিতে।কিন্তু ভারতীয় প্রেস কাউন্সিল সে পথে হাঁটেনি। বছরখানেক আগের কথা।পশ্চিমবঙ্গের এক সাংবাদিকের বাড়িতে মাঝরাতে হানা দেয় পুলিশ।রাতারাতি তাকে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।অভিযোগ, অন্যায় খবর প্রচার করেছেন তিনি।মামলা মোকদ্দমা হয়।দিনকয়েক আদালত ঘুরে জামিনে মুক্তি পান সেই সাংবাদিক।ওই ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো সাংবাদিক ধৃত সাংবাদিকের পাশে দাঁড়ালেও প্রেস ক্লাব থেকেও কোনো বিবৃতি জারি করা হয়নি।সে সময়ও প্রশ্ন উঠেছিল, প্রেস কাউন্সিল কী করছে তাহলে? একই প্রশ্ন উঠেছিল, কিছুদিন আগে আরেক সাংবাদিক মহম্মদ জুবায়েরকে বহু বছর আগে করা একটি টুইটের ভিত্তিতে যখন কেন্দ্রের পুলিশ গ্রেপ্তার করে।এই প্রশ্ন উঠেছে বার বার।ত্রিপুরায় যখন সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, তখন কোথায় ছিল প্রেস কাউন্সিল, কোথায় ছিল দেশের গুরুত্বপূর্ণ নামজাদা প্রেস ক্লাবগুলি? প্রেস কাউন্সিলের উত্তর সহজ।তারা কেবলমাত্র সংবাদপত্র নিয়েই কাজ করে।সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠলে এবং প্রেস কাউন্সিলে সেই মর্মে অভিযোগ জমা পড়লে, তবেই তারা তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।টেলিভিশন, ডিজিটল মিডিয়ায় তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে না।আর এই সুযোগটাই ব্যবহার করে শাসক।তা সে কেন্দ্রেই হোক, অথবা রাজ্যে।একটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক।মধ্যমাম ব্রডকাস্টিং লিমিটেড নামক একটি সংস্থা বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ ভারতে একটি মালায়লাম খবরের চ্যানেল চালাতো।সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সেই চ্যানেলের ব্রডকাস্টিং লাইসেন্স পুনর্নবিকরণ করতে অস্বীকার করে।অভিযোগ, ওই চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী।তাদের সঙ্গে জামাতইইসলামি হিন্দের যোগ আছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করে সংস্থাটি।সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এবং হিমা কোহলির বেঞ্চে মামলাটি ওঠে।সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত ধুয়ে দিয়েছেন দুই বিচারপতি।বলেছেন, সরকারের সমালোচনা করার অর্থ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করা নয়।সরকার যদি মনে করে থাকে, সর্বদা তাদের প্রশংসা করে যেতে হবে, তাহলে দেশে বাকস্বাধীনতার আর কোনো জায়গা থাকবে না।

বান্দরবানে গোলাগুলি, ৮ লাশ উদ্ধার

ঢাকা ঃ বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় দুটি সশস্ত্র সংগঠনের মধ্যে গোলাগুলির পর একটি পাড়া থেকে আটজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার খামতাং পাড়ায় এ ঘটনার পর জীবন বাঁচাতে অন্তত ৭০টির মতো নৃগোষ্ঠীর পরিবার এলাকা ছেড়ে যায়। শুক্রবার রোমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার সংযোগ সড়কের মাঝামাঝি খামতাং পাড়া থেকে গুলিবিদ্ধ এসব লাশ উদ্ধার করা হয় বলে জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) তারিকুল ইসলাম জানান। দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসপি বলেন, দুটি সংগঠনের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আটজনের মৃতদেহ দেখতে পায়। তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নামপরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। রোয়াংছড়ি থানার ওসি আব্দুল মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, আটটি লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কাদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেননি ওসি। খামতাং পাড়ার কারবারি মানিক খিয়াং বলেন, গতকাল দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে বলে শুনেছি। আজ পুলিশ এসে আটটি লাশ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। ভয়ে এলাকার ৭০টির মতো পরিবার এখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কাদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে তা জানেন না বলেও জানান পাড়া কারবারি। পাশের রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উ হ্লাং মং মার্মা বলেন, এরই মধ্যে রুমা উপজেলা সদরের বম কমিউনিটি সেন্টারে ৪০ জন নারী ও শিশু এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের নামের তালিকা করা হচ্ছে আরও আসছে বলে শুনেছি। তাদের খাবারসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান ইউপি চেয়ারম্যান। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি কারা এই গোলাগুলির ঘটনায় জড়িত তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বেশিরভাগ ইরাকি বলছেন সাদ্দাম হোসেনের জমানায় দেশ ভালো ছিল

নতুন একটি জরিপ বলছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাকি মনে করেন যে ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের পর থেকে সে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলসমৃদ্ধ এই দেশটিতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পতনের ২০ বছর পূর্তির সময় এই জরিপে বিভিন্ন বিষয়ে ইরাকি জনগণের মনোভাব সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা গ্যালুপ ইন্টারন্যাশনাল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরাকের ১৮টি প্রদেশে জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা অনুযায়ী ২,০২৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক ইরাকির সাথে মুখোমুখি দেখা করে এই জরিপ চালিয়েছে। মার্কিন হামলার আগের তুলনায় ইরাকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০ বলেছেন যে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। অন্যদিকে ৪০ বলেন যে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ইরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া আরব জনগোষ্ঠী ২০০৩ সালের পর থেকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সুন্নি আরব, কুর্দি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনটি এই জরিপেও ফুটে উঠেছে,

যেখানে সুন্নি মুসলমান উত্তরদাতাদের প্রায় ৫৪ বিশ্বাস করেন যে সাদ্দাম হোসেনের অধীনে তাদের জীবন সুন্দর ছিল। জরিপের এই নিরাশাজনক ফলাফল সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। উত্তরদাতাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ইরাকের অবস্থাকে 'খারাপ' বলে বর্ণনা করেছেন। গ্যালুপ ইন্টারন্যাশনাল যখন তার আর্কাইভে গিয়ে ২০০৩ সালে একই প্রশ্নের উত্তরের সাথে এই জবাব মিলিয়ে দেখে, তখন দেখা যায় যে প্রতি তিনজনের মধ্যে দু'জন ইরাকি তখন এই কথাই বলেছিলেন। আনবার প্রদেশের বাসিন্দা ৪৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি জরিপ দলকে বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নতি বা অবনতি হয়েছে কিনা তা বলা কঠিন। যে কোন পরিবর্তন মনে আশা জাগায় আর তখন আমরা অতীতকে ভুলে যাই। অর্থনীতির উন্নতি হয়তো কিছুটা হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন এবং নিরাপত্তা কমে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করেছিল এই বিশ্বাস থেকে যে দেশটির হাতে 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র' বা ডাব্লুএমডি রয়েছে এবং সাদ্দাম হোসেনের সরকার বিশ্ব নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ। কিন্তু ডাব্লুএমডির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর পরবর্তী যুদ্ধের ফলে কয়েক হাজার ইরাকি প্রাণ হারান এবং সে দেশে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এই হামলার জন্য মার্কিন সরকার যে অজুহাতই দিক না কেন, বহু ইরাকি যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও সন্দিহান। প্রায় ৫১ ইরাকি বিশ্বাস করেন, ইরাকের সম্পদ লুঠ করার জন্যই যে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ঐ হামলা চালিয়েছিল। এই মনোভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে দক্ষিণপূর্ব প্রদেশগুলোতে এবং আনবার প্রদেশে যেখানে প্রচুর তেল ও গ্যাস সম্পদ রয়েছে। অন্যদিকে জরিপকৃতদের মধ্যে ২৯ মনে করেন যে ঐ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে উৎখাত করা। যুদ্ধের অন্যান্য কারণ, যেমন মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের স্বার্থ রক্ষা করা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো এবং ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এগুলো সম্পর্কে উত্তরদাতাদের আগ্রহ ছিল কম। মার্কিন নেতৃত্বাধীন অভিযানের অবসান ঘটার পর বিভিন্ন মিলিশিয়া গোষ্ঠী তৈরি হয়। প্রতিবেশী ইরানও ইরাকে হস্তক্ষেপের একটি সুযোগ খুঁজে পায়। বিশেষ করে যেহেতু ইরাকের জনসংখ্যার ৬০ শিয়া মুসলমান। সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে দীর্ঘদিন ধরে এদের ওপর দমনপীড়ন চালানো হয়েছিল। ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর উত্থানের সময় তারা উত্তরাঞ্চলের অধিকার বঞ্চিত সুন্নি জনসংখ্যার কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিল। আর ২০১৪ সালে ইরাকের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনাকে ঘিরে শুরু হয় এক নতুন লড়াই। ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর সামরিক সমর্থনের জেরে আইএসকে বাগদাদ থেকে বিতাড়ন করা হয়। এরপর থেকে সে দেশে কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, তাদের দেশে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার প্রশ্নটি নিয়ে ইরাকিরা এখনও বিভক্ত। ২০০৭ সালে যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন ইরাকে মোতায়েন মার্কিন সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৭০,০০০। আর এখন মোতায়েন রয়েছে প্রায় ২,৫০০ মার্কিন সৈন্য। ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী উত্তরদাতারা অবিলম্বে মার্কিন প্রত্যাহারের পক্ষপাতী। কিন্তু কুর্দি অঞ্চলসহ ইরাকের উত্তর অংশের বাসিন্দারা মনে করেন সে দেশে কোন এক ধরনের মার্কিন উপস্থিতির এখনও প্রয়োজন রয়েছে।

ইউক্রেনে রাশিয়া ও নেটোর ছায়াযুদ্ধ কি সম্মুখসমরে রূপ নিতে পারে?

মিজানুর রহমান
প্রাবন্ধিক

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই সমর বিশেষজ্ঞদের অনেকে এই সংঘাত আরো ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন। তারা বলছেন মস্কো তার প্রতিবেশী ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালালেও, এই যুদ্ধ আসলে রাশিয়া ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে প্রক্সি ওয়ার বা ছায়াযুদ্ধ।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানিসহ কয়েকটি দেশের পক্ষ থেকে ইউক্রেনে অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্র পাঠানোর ঘোষণা দেওয়ার পর খোদ রাশিয়ার পক্ষ থেকেও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি উভয়পক্ষের মধ্যে এরকম এক সরাসরি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে যেখানে একটি রুশ যুদ্ধবিমানের সাথে সংঘর্ষের পর পাইলটবিহীন একটি মার্কিন ড্রোন কৃষ্ণ সাগরে বিধ্বস্ত হয়।

এর জের ধরে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার ছায়াযুদ্ধ কি সম্মুখসমরে রূপ নিতে পারে?

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমরবিদ ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী বলছেন রণক্ষেত্রে রাশিয়া বনাম ইউক্রেনের সংঘাত হলেও, এই যুদ্ধ আসলে নেটো তথা পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে রাশিয়ার পরোক্ষ যুদ্ধ।

তিনি বলেন, এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে ২০২২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি যখন রুশ বাহিনী ইউক্রেনের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে ইউক্রেনের ভূখণ্ডে এবং তার আকাশ সীমায় হামলা চালায়। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নেটো জোটের সদস্য দেশগুলো ইউক্রেনের পক্ষে সংঘাত চালিয়েছে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় ডনবাস এলাকায়।

এই অঞ্চলে রুশ ভাষাভাষী অনেকেই ২০১৪ সালে ইউক্রেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এসময় রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রাইমিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়। সেই সময় থেকে যুদ্ধ চলছে। আমরা সেই যুদ্ধ সম্পর্কে খুব একটা জানি না। কারণ পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো এই যুদ্ধের ব্যাপারে খুব একটা খবর দেয়নি। কিন্তু রুশ সংবাদ মাধ্যমে তার খবরাখবর রোজই প্রচারিত হয়েছে, বলেন মি. আলী। তিনি বলেন, এই যুদ্ধটি চলছে ২০১৪ সাল থেকে, যখন থেকে নেটো জোট ইউক্রেনীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে চলেছে। কাজেই এই সংঘাত রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের হলেও, বহু বছর ধরেই নেটো জোট ইউক্রেনকে মদত যুগিয়েছে, আর সেকারণেই আমরা এটিকে একটি পরোক্ষ যুদ্ধ বলে বর্ণনা করছি।

ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধকে অনেকে পশ্চিমা বিশ্ব তথা নেটোর সঙ্গে রাশিয়ার পরোক্ষ যুদ্ধ বলে উল্লেখ করছেন।

কিন্তু এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত রাশিয়া নেটো ছায়াযুদ্ধের মধ্যে সীমিত থাকে কি না সে বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ সংশয় প্রকাশ করছেন। এরকম সরাসরি যুদ্ধের হুমকি এসেছে ক্রেমলিন থেকেও। যুক্তরাষ্ট্রসহ নেটো জোটের বিভিন্ন দেশ যখনই কিয়েভে অস্ত্র পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে, তখনই মস্কো এই জোটের ওপর পাল্টা আক্রমণের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

সম্প্রতি এই উত্তেজনায় নতুন করে ঘি ঢেলেছে রাশিয়ার যুদ্ধবিমান এবং আমেরিকার একটি ড্রোনের সংঘর্ষের ঘটনা। বিশ্লেষকরা বলছেন ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া মুখোমুখি হলে কী বিপদ হতে পারে এই সংঘর্ষ তারই ইঙ্গিত দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন সরাসরি এই সংঘাতের ঘটনা উদ্বেগজনক হলেও, দুই পক্ষ এই উত্তেজনাকে বেশি দূর যেতে দেবে না।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে পরস্পরের সামরিক যানের ওপর আক্রমণ চালাতে দেখা যায়নি। স্নায়ুযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়েও এই দুটো দেশ তাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার বিষয়টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। সবসময়ই এধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

এদিক থেকে চিন্তা করলে সাম্প্রতিক সংঘাতের বিষয়টি উদ্বেগজনক। কিন্তু এই ঘটনার পর পরই মার্কিন ও রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং দুটো দেশের সেনাপ্রধান হটলাইনে কথা বলেছেন। ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেবিষয়ে উভয়পক্ষ থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে, বলেন মি. আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে এরকম সরাসরি সংঘাতের ঘটনা যে এই প্রথম ঘটলো তা নয়। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকে রুশ বিমান বাহিনী ইউক্রেনে নেটো জোটের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা করেছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে, ১৩ই মার্চ রাশিয়ার বিমান বাহিনী ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় ইয়াভরিভ শহরে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোট নেটোর একটি সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওপর এই হামলা পরিচালনা করে।

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্প্রতি প্রতিবেশী বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছেন।

বিমান থেকে এই ঘাঁটির ওপর প্রায় ৩০টি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছিল যাতে ইউক্রেনীয় সৈন্যদের পাশাপাশি নেটোর যেসব সৈন্য ইউক্রেনীয়দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল তাদের কয়েকজন হতাহত হয়।

সরকারি হিসেবে এই হামলায় ৩৫ জন নিহত এবং আরো প্রায় ১২৫ জন আহত হয়।

সৈয়দ মাহমুদ আলী বলছেন, মনে রাখতে হবে যে গত এক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং নেটো জোটের গোয়েন্দা দপ্তরগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে চলেছে। কাজেই এসব দেশের সৈন্যরা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হলেও তাদের অবসরপ্রাপ্ত কিছু সৈন্য ভাড়াটে সৈন্য বা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর হয়ে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবিষয়ে সতর্ক না হলে দুটো পক্ষের মধ্যে সামরিক এই উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। সাঈদ ইফতেখার আহমেদও মনে করেন রুশ যুদ্ধবিমানের সঙ্গে মার্কিন ড্রোনের সরাসরি সংঘর্ষের ঘটনা এই দুটো দেশের সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

রাশিয়া আসলে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দিতে চাইছে যে যুক্তরাষ্ট্র যদি রাশিয়ার সীমানা ঘেঁষে কোনো ধরনের সামরিক তৎপরতা চালায় মস্কো সেটা সহ্য করবে না। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া রাশিয়ার একটি সতর্ক বার্তা।

মি. আহমেদ বলেন, এধরনের সংঘর্ষের ঘটনা রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীতল যুদ্ধোত্তর সম্পর্কের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। সামনের দিনে এটি আরো খারাপের দিকে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে এই দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাবেক এক মুখপাত্র সের্গেই মারকভ, যিনি এখন মস্কোর ইন্সটিটিউট অব পলিটিক্যাল স্টাডিজের একজন পরিচালক, সম্প্রতি বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তিনি বলছেন ইউক্রেনে এখন যে যুদ্ধ চলছে, সেটি আসলে তার ভাষায়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নেটোর যুদ্ধ।

তার মতে, ইউক্রেনের এই হাইব্রিড যুদ্ধ কার্যত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের শিক্ষক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, এরকম এক পরিণতির আশঙ্কা থেকেই পরমাণু শক্তিধর এই দুটো দেশ সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় একটি রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেছে বা আঘাত করেছে। তারা কিন্তু কখনোই মুখোমুখি দাঁড়ায়নি।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দেখা যায় তারা কখনো সামরিকভাবে শক্তিধর কোনো রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করেনি। রাশিয়াও সেটা করেনি। পারমাণবিক শক্তি যাদের রয়েছে তাদের সংগে সংঘাতের বিষয়টি সবসময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়। রাশিয়ার ওপর আঘাত করার অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের জন্যেও ভয়াবহ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। একারণে দুটো দেশ সবসময় চেষ্টা করে তারা যেন একে অপরকে আঘাত না করে, বলেন মি. আহমেদ।

কিন্তু মালয়েশিয়ার মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী এধরনের সরাসরি সংঘর্ষের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

তিনি বলেন কোনো একটি সংঘাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষই চক্রবৃদ্ধি হারে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে। তারও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে অন্যপক্ষ। এভাবে এটি আরো বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে। ওই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ সব পক্ষের সৈন্যরাই এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা মানসিকভাবে এবং সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য পায়তারা কষছে, বলেন মি. আলী।

ইউক্রেন যুদ্ধ কবে শেষ হবে তার কোনো ইঙ্গিত কোথাও নেই। কতদিন চলবে, কোন দিকে যেতে পারে এই যুদ্ধ এবিষয়েও কারো কোনো ধারণা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক মি. আহমেদ মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র যে খুব শীঘ্রই এই যুদ্ধ থেকে সরে আসবে তার কোনো সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দেওয়া অব্যাহত রাখবে। তবে সেই সাহায্য একটা মাত্রার বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। ইউক্রেনকে তারা এমন অস্ত্র দেবে না যা রাশিয়ার ভেতরে আঘাত করতে সক্ষম। ব্রিটেন চ্যালেঞ্জার টু ট্যাঙ্ক দিচ্ছে ইউক্রেনকে।

আফগান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেছি। এসব যুদ্ধ কিন্তু এই দুটো দেশকে কখনো মুখোমুখি সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়নি। এখনও সেরকম হবে না, বলেন মি. আহমেদ।

একারণে ইউক্রেনে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের এই ছায়াযুদ্ধ কখনো সম্মুখসমরে রূপ নেবে না বলেই তিনি মনে করেন।

এধরনের কোনোই সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা বিভিন্ন ছায়াযুদ্ধ দেখেছি। ইউক্রেন যুদ্ধ তারই একটি ধারাবাহিকতা। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এরকম পরোক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হবে ঠিকই, কিন্তু সেটি কখনও সম্মুখযুদ্ধে পরিণত হবে না। কারণ এধরনের যুদ্ধে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। তিনি বলেন, যাদের পরমাণু অস্ত্র আছে তারা এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলে।

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্প্রতি প্রতিবেশী বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে ইউক্রেনকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ অস্ত্র দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে যুক্তরাজ্য। এবিষয়ে রাশিয়া কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র - এই দুটো দেশ পরমাণু শক্তিধর হওয়ায় তাদের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধের আশঙ্কা নেই - এই ধারণার সঙ্গে একমত নন সৈয়দ মাহমুদ আলী। তিনি মনে করেন দুটো দেশের মধ্যে উত্তেজনা এতো চরমে গিয়ে পৌঁছেছে যে, যেকোনো সময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এটা হলো আনুষ্ঠানিক কথা। আমরা জানি এদের কাছে হাজার হাজার পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এবং যুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই তারা এগুলো তৈরি করে মজুদ করে রেখেছে।

তিনি বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন যে রাশিয়ার মূল স্বার্থে যদি কেউ আঘাত করে, রাশিয়া সর্বাত্মকভাবে তার প্রতিকার করবে। এটাকে কূটনৈতিক ভাষায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি বলে ধরে নেওয়া হয়। এবং সেকারণেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনও যুদ্ধ শুরুর আগে থেকে বলে চলেছেন যে মার্কিন সৈন্যরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামবে না।

মি. আলী বলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে তারা সংঘাতে জড়ায়নি।

সিরিয়ার যুদ্ধে রুশ বাহিনী প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বাহিনীকে মদত যুগিয়েছে। আর আমেরিকানরা বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছে তাদেরকে সাহায্য যুগিয়েছে। সেখানে রুশ বাহিনীর সঙ্গে মার্কিন বাহিনীর কয়েকবার ব্যাপক সংঘাত হয়েছে।

তিনি বলেন, এসব ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি উত্তেজনা এতো উচ্চমাত্রায় রয়েছে যে কোনো একটি দুর্ঘটনা বা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হওয়ার একটা আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন আমেরিকা ও রাশিয়ার সৈন্যরা যখনই একে অপরের দিকে গুলি ছুঁড়ে মারবে তখনই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। বিশ্লেষকরা বলছেন এরকম সংঘাতের সম্ভাবনা নির্ভর করছে নেটোর কোনো সদস্য দেশের এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ওপর।

আর এরকম কিছু ঘটলে ইউক্রেন যুদ্ধ যে বিপদজনক দিকে মোড় নেবে না সেই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।

সাময়িকী

সের্গেই সিত্লিকভ
কলামিস্ট

ইউক্রেন যুদ্ধে কী মূল্য দিতে হচ্ছে রাশিয়ার 'এলিট' বাহিনীকে

রাশিয়ার ওপর ইউক্রেন যুদ্ধের কী প্রভাব পড়েছে তার একটা ভালো উদাহরণ হতে পারে কস্ট্রোমা। কারণ এই শহরটি একটি বহুল প্রশংসিত রেজিমেন্টের আবাসস্থল, এবং তাদের নামও হয়েছে এই শহরের নামে। তা ছাড়া ক্রেমলিন তার প্রতিবেশী দেশটির বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রধান যে যুদ্ধগুলো হয়েছে - তাতে একেবারে সামনের কাতারে ছিল এই রেজিমেন্টটি। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে অভিযান শুরুর অল্প কিছুদিন পরই বিবিসির নিউজনাইট অনুষ্ঠান কস্ট্রোমার এয়ারবোর্ন রেজিমেন্টকে নিয়ে অনুসন্ধান চালায় - যার আসল নাম ৩৩১তম গার্ডস প্যারাশুট রেজিমেন্ট। এই অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, যুদ্ধে এই রেজিমেন্টকে এবং তাদের শহরের জনগোষ্ঠীকে কী মূল্য দিতে হয়েছে। আমরা গত বছরের এপ্রিলে ৩৯ জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছিলাম। এখন নিহতের সংখ্যা ৯৪তে উঠেছে। এই তালিকা তৈরির জন্য অধিকাংশ তথ্য পাওয়া গেছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট আর 'ভিকনটাক্টে' নামের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলোর তথ্য সমন্বয় করে। 'ভিকনটাক্টে'কে বলা যেতে পারে ফেসবুকের রুশ সংস্করণ। এর পর আমরা উপগ্রহ এবং গুগল স্ট্রিট ভিউএর ছবির সাথে মিলিয়ে দেখেছি। 'ভিকনটাক্টে'তে পাওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কস্ট্রোমার উত্তরপূর্বে একটি সমাধিক্ষেত্রে সৈন্যদের কবরের চিত্র। ওই ভিডিওত যেসব কবর দেখা যায় - তার সাথে আমাদের সংগৃহীত সৈন্যদের নাম মিলে যায়।

এই ৩৩১তম রেজিমেন্টের নিহত সেনাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত আরো অনেক বেশি। কিছু সৈন্যের বাড়ি কস্ট্রোমা শহরের বাইরে, এবং তাদের ক্ষেত্রে তথ্য সন্ধান করা ছিল অনেক বেশি কঠিন। এ ছাড়া কিছু সৈন্যকে নিখোঁজ বলে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তাদের কেউ কেউ হয়তো নিহতদের মধ্যে থাকতে পারে। এর সাথে যদি গুরুতর আহত এবং যুদ্ধবন্দী হওয়া সেনাদের সংখ্যা যোগ করা যায়, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে ইউক্রেন যুদ্ধে এ বাহিনীটি কয়েকশ' সৈন্য হারিয়েছে। সৈন্যদের প্রাণহানি নিয়ে এই কস্ট্রোমা শহরে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। মস্কো থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এ শহরটির অবস্থান। এর জনসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। গত বসন্তকালে একটি স্থানীয় ওয়েবসাইট বলেছিল যে সোভিয়েত আফগান যুদ্ধে - যা নয় বছর ধরে চলেছিলে - এ শহরের ৫৬ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। ইউক্রেনে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিহত হওয়ায় ব্যাপারটিকে রাজনৈতিকভাবে সামাল দিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কস্ট্রোমায় ক্রেমলিনের নিযুক্ত গভর্নর হলেন সের্গেই সিত্লিকভ। এ শহরের সৈন্যদের যে যথাযথভাবে সমর্থন দেয়া হচ্ছে তা স্থানীয় লোকজনকে বোঝানোর কাজে অগ্রগণ্য ভূমিকায় ছিলেন তিনি। গভর্নর সিত্লিকভ যখন হাসপাতাল, ব্যারাক, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সফরে গেছেন তা স্থানীয় টিভিতে দেখানো হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে এরকম একটি যুদ্ধক্ষেত্রে সফর করার সময় মি, সিত্লিকভ বলেন, আমাদের এই লোকদের সমর্থন যোগাতে হবে যাতে তারা ভালো পরিবেশ পায়। তিনি তার সাথে নিয়ে এসেছিলেন বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হওয়া ড্রোন এবং সেবাসামগ্রীর প্যাকেজ - যা জনগণের মধ্যে চাঁদা তুলে কেনা হয়েছিল। গভর্নর সিত্লিকভ হচ্ছেন তার নিজ অঞ্চলে ভ্লাদিমির পুতিনের নিযুক্ত লোক। তাই তিনি একজন 'বিদ্রোহী' বা অপ্রিয় সত্য কথা নির্ভয়ে বলবার মত লোক - এমন মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তিনিই যে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছেন বা সাংকেতিক ভাষায় ত্রুটিবিচ্যুতির কথা স্বীকার করছেন - একে তার নেতার সাথে তুলনা করলে একটা বৈপরীত্য বলে মনে করা যায়।

ছয় মাস আগে যখন স্থানীয় টিভিতে ৩৩১ রেজিমেন্টের প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সমাবেশ করানো প্যারাট্রুপারদের দেখানো হয় - তখন তার সাথে গভর্নর সিত্লিকভের খোলাখুলি মন্তব্যও দেখানো হয়। তিনি বলেন, আমি কামনা করি তোমরা যেন সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ করতে পারো এবং তার পর প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারো। এই প্যারাট্রুপারদের নিয়োগ ছিল রাশিয়ার ব্যাপকভিত্তিক সৈন্য সমাবেশের অংশ। এতে বোঝা যায়, ইউক্রেনে অভিযানের কারণে রাশিয়ার পেশাদার বাহিনীর কতটা ক্ষতি হয়েছে। আর এই বাহিনীর একটা উজ্জ্বল রত্ন ছিল ৩৩১তম রেজিমেন্ট। নভেম্বর মাসের প্যারেডের ফুটেজে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আগে ১৫০ জন নতুন নিয়োগকৃত সেনাকে দেখানো হয়।

জানা অজানা

আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকিতে পাই না

সুনীল কুমার দে

একটি গানে আছে,
আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকতে পাই না।আমি কত কি যে খাই,ভস্ম আর ছাই,তব নামামৃত খাই না।বলার অর্থ এই যে সংসারে আমরা সব কাজ করার সময় পাই কিন্তু ভগবান কে ডাকার আমাদের সময় নেই।আমরা প্রতিদিন বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি,শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাচ্ছি, উপনয়ন, জন্মতিথি পালন, বিবাহ বার্ষিকী তে যাচ্ছি তার জন্য আমরা হাজার কাজ ফেলে দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা কেউ নিয়মিত মন্দিরে যাই না,আশ্রমে যাই না,সৎসঙ্গে যাই না,নিয়মিত ভগবানের নাম গান করি না,পূজা পাঠ করি না ।এ সবের বেলায় আমাদের অজু হাত।আমাদের সময় নেই।কারন ভগবানের নাম নেয়াকে বা তাকে ডাকাকে আমরা প্রার্থমিকতা দি না। যখন বিপদে পড়ি বা দুঃখ পাই তখন হয়তো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভগবানের নাম করি ও ভগবানের দুয়ারে যাই।আমাদের প্রায় অনেকের ধারণা আছে যে ভগবানের নাম গান করা,তীর্থে যাওয়া,আশ্রমে যাওয়া,ধর্ম কর্ম,পূজা পাঠ বুড়ো বয়সে করতে হয়।ছাত্রজীবন ও যৌবন কাল মৌজ মস্তি ও ফুর্তি করার সময় কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন,,ভগবান কে ডাকার সময় ও বয়স নেই।যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ভগবানের নাম করা যায়।বুড়ো বয়সে বাত, কফ ও পিত্তের জ্বালায় জ্বলবে তখন ভগবান কে ডাকবে কি করে। তাই ছোটো বেলা থেকেই ভগবান কে ডাকার অভ্যেস না থাকলে বুড়ো বয়সে কিছুই হবে না।বাঁশ যখন কাঁচা থাকে তখন তাকে নুয়ানো যায় কিন্তু পাকা অবস্থায় নোয়াতে গেলে তা ভেঙে যায়।তাছাড়া বাল্যকালে শলো আনা মন নিজের কাছে থাকে।বিয়ে হয়ে গেলে অর্ধেক মন স্বামী অথবা স্ত্রী নিয়ে নেয়, ছেলেপুলে হয়ে গেলে আরো চার আনা খরচ হয়ে যায় আর বাকি চার আনা চাকরি বাকরি ধন সম্পত্তি তে চলে যায়।ভগবান কে দেওয়ার জন্য কিছুই বাকি থাকে না।তাই ঠাকুর বলেছেন,,হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো তাহলে হাতে আঠা লাগবে না।অর্থাৎ আগে জ্ঞান ভক্তি অর্জন করো তারপর সংসার করো তাহলে ভগবানের কথা মনে থাকবে ও সংসারে জড়াবে না।ঠাকুর বলেছেন, মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ,সংসার করা ও ধন সম্পত্তি অর্জন করা নয়।

ঠাকুরের এই কথাটিকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে হাজার কাজের মাঝেও আমরা ঠিক ভগবান কে ডাকার সময় বের করে নেবো।হাজার সমস্যা থাকলেও মন্দিরে যাওয়ার,আশ্রমে যাওয়ার ও সৎসঙ্গে যাওয়ার সময় বের করে নেবো।আমাদের আর কোনো অজু হাত থাকবে না।আমরা সিরিয়াল ও সিনেমায় সময় নষ্ট না করে,পরনিন্দা ও পর চর্চা না করে,তাস,জুয়া ও মদের দোকানে না গিয়ে আশ্রমে,মঠে ও মন্দিরে যাবো আর ভগবানের নাম গান করবো,তার কথা শুনবো ও মনের জ্বালা জুড়াবো ও জীবন ধন্য করবো।

পাঠকের চিঠি

কৃষকরা যেন জালিয়াতির শিকার না হন

বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC চলছে । কিন্তু এ বিষয়েও সকল কৃষক কে সতর্ক থাকতে হবে । আপনাদের একটা আঙ্গুলের ছাপ বা মোবাইল OTP দ্বারা চলে যেতে পারে ব্যাঙ্কে জমানো টাকা । সুতরাং অজানা অচেনা কোনো ব্যক্তির কাছে e KYC করবেন না । আপনার নিকটবর্তী পরিচিত কোনো CSC সেন্টার বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে e KYC করুন এবং সাথে সাথে রসিদ নেবেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা অনেক ব্যক্তি বা ছেলেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কাজ করছে , এদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে কৃষকদের, e KYC নামে উঠিয়ে নিতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমানো টাকা । দরকার হলে এলাকার শিক্ষিত কোনো মানুষের কাছে গিয়ে সেই এলাকায় কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিস সেন্টার সঞ্চালক কে আছেন সেটাও যাচাই করে নিতে হবে । কারণ কেন্দ্র সরকারের এই e KYC করার একমাত্র লক্ষ্য হল জালিয়াতের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো ও সঠিক কৃষককে তার সঠিক প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া । সুতরাং সকল কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেখানে সেখানে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC করে নিজেকে পিপদে ফেলবেননা । শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিসেস সেন্টারে গিয়েই e KYC করান ও নিজেকে জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচান ।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

চাকরির পরীক্ষায় স্বচ্ছতা দরকার

বীরভূম (মহম্মদ ওয়াশিম)ঃ বর্তমান ডিজিটাল যুগে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে । আজকাল যেমন অনলাইন ক্লাস বিশেষ করে করোনাকালিন সময়ের গুরুত্ব বোঝা গেছে । লকডাউন সময়ে পরীক্ষাও অনলাইনে নেওয়া হয়েছে বা প্রমোট করা হয়েছে । প্রযুক্তির সাথে সাথে পড়াশোনার ধরনটাও পরিবর্তন হয়েছে । এখন আর বিস্তারিতভাবে কোনো টপিক সাধারণত কেউ পড়তে চাইছেন না । ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তর, বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর এগুলোই এখন ট্রেন্ড । এগুলো দেখেই পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে । সরকারী, বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান শ্রেণি ভিত্তিক বা কোন চাকরি মূলক পরীক্ষা হোক এখন অনলাইন গ্বস্ক্ষ ভিত্তিক গ্বঙ সিটেই পরীক্ষা দিতে হয় । এমনকি উচ্চতর লেভেলের চাকরির পরীক্ষাগুলো এই পন্থা অবলম্বন করছে । অর্থাৎ এখন শিক্ষাব্যবস্থা আগের থেকে অনেক সরল ও সহজলভ্য হয়ে উঠছে । আগেকার

ছাত্রছাত্রীদের বহু পড়তে হতো বিস্তারিতভাবে বিষয় জানতে বুঝতে হতো । পরীক্ষাও সেই মতো ভাবে নেওয়া হতো । কিছু ছোট প্রশ্ন কিছু মধ্যম মানের প্রশ্ন ও বেশিরভাগ বড় মানের প্রশ্নই থাকতো । তাই পরীক্ষার খাতায় তাদের লিখতে হতো প্রচুর । আর পরীক্ষার খাতায় পর্যাপ্ত সময় থাকলেও লিখে কোশ্চেন শেষ করা যেত না বা সব করতে পারলেও মন মানতো না । মন চাইতো আরো একটু যদি লিখতে পারতাম । যখন ফল প্রকাশ পেত দেখা যেতো বড়জোর ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে টপাররা । আর এসব ফলাফল খুব বেশি এক থেকে দু মাসের মধ্যেই এসে যেত । এখন অনলাইন শিক্ষার জামানায় অত বিস্তারিত পড়তে হয় না ।ছোটো প্রশ্নউত্তর মুখস্থ করে নিলেই হয় অত বুঝতে জানতেও হয় না । আর পূর্ণমান পাওয়া যায়, এক নম্বরও কাটার সুযোগ থাকে না । কিন্তু আমার কথা এই যে, এখন অনলাইন এমসিকিউ ভিত্তিক বা গ্বঙ সিটে যে পরীক্ষাগুলো নেওয়া হয় সেই পরীক্ষার ফলাফল বের করতে অনেক সময় নিয়ে নেয় কতৃপক্ষ । অনলাইন MCQ পরীক্ষা দেওয়ার পরেই সিস্টেম সার্ভারে রেজাল্ট অটোমেটিক এসে যায় সেটা ক্যান্ডিডেট দেখতে পারেনা । আর গ্বঙ শিটের উপর পরীক্ষাগুলোতে গ্বঙ শিট চেকিং মেশিন থাকে সেই মেশিন কিছু মিনিটের মধ্যেই অনেক ওএমআর শিট চেক করে নিতে পারে । আমার আবেদন এই যে অনলাইন শিক্ষা জামানায় বিভিন্ন শ্রেণি ভিত্তিক বা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষা নেওয়া হয় সেগুলোর দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করা দরকার । কোথাও দেখা যায় পরীক্ষার তিন চার মাস পর অব্দিও ফল প্রকাশ পায় না । ফল প্রকাশের পরে পরেই ক্যান্ডিডেটরা তাঁদের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে । তাতে সমস্ত সিস্টেম ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হবে । বিশেষ করে চাকরির পরীক্ষায় দূর্নীতি বন্ধ করতে উত্তর করা ওএমআর সিটের কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের দিয়ে দিতে হবে এবং প্রশ্নপত্রের সম্ভাব্য উত্তরপত্র কতৃপক্ষের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড দিতে হবে । সাদা খাতা জমা নিলে হবে না । পরীক্ষা গ্রহণ ও তার মূল্যায়ন যথাসময়েই হওয়া উচিত । চাকরির পরীক্ষায় স্বচ্ছতা দরকার ।

বেকারত্ব বাড়াচ্ছেন কিছু শিক্ষক

বীরভূম (মহম্মদ ওয়াশিম)ঃ আমরা সকলেই জানি করোনা আতিমারির কারণে লকডাউন হওয়া এবং করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর হাত থেকে বাঁচতে সমস্ত অফিসে কর্মিদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে সেটা না করে, ছাত্রছাত্রী দের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে । অবশ্যই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকরা স্কুলে হাজিরা দিয়ে নথিপত্র ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, নিয়মিত প্রতি মাসে ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের পাওনা স্বরূপ সাবান, স্যানিটাইজার, চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি বিতরণ করে থাকেন । শুধু মাত্র শিক্ষা দান বাদ দিয়ে । অবশ্যই বিগত দুবছরে শিক্ষক সমাজের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়না কারণ তাঁরা বিগত দুবছর স্কুল না খুলে ছাত্রছাত্রীদের বিনা শিক্ষা দানেই হাজার হাজার টাকা মাইনে পেয়েছেন বাড়িতে বসেই । শিক্ষকরা চাইলেই প্রতিবাদ করে স্কুল খোলাতে পারতেন, কিন্তু কেনইবা করবেন তাঁরা বিনা খাটনিতে সমানে মাইনে পেয়েছেন, কেনইবা আন্দোলন করে তাঁরা আরামকে হারাম করবেন । সরকার যদি তাঁদের বেতনটা অর্ধেক করতেন স্কুল বন্ধ থাকার কারণ দেখিয়ে, তাহলে হয়তো শিক্ষক সমাজ করোনার ভয় না করে রাস্তায় নেমে মিছিল বের করতেন বেতন কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে । কিন্তু স্কুল বন্ধ হওয়ায় তাঁদের কিছুই এসে যায়নি । যদিওবা কিছু শিক্ষক প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু গুটি কয়েকের প্রতিবাদে কিই বা এসে যায় । আর যাই হোক দু'বছরে সমাজ থেকে যেমন শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটেছে তেমনই শিক্ষক সমাজের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাসম্মান বোধটাও কমে গেছে । এককথায় বলা যেতে পারে বিগত দু বছরে সমাজ থেকে শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটনার পেছনে শিক্ষক সমাজের অবদান অনেক বেশিই । এছাড়াও লকডাউনে যেমন বাড়িতে বসে থেকে মাইনে গুনেছেন ঠিক তেমনই আবার অনেক শিক্ষক তাঁদের বাড়িতে বসে থাকার অসৎ ব্যবহারও করেছেন । সমাজের কিছু শিক্ষক যেমন শিক্ষাকে ভালোবেসে স্কুল বন্ধ থাকলেও নিজের এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে টিউশন পড়িয়েছেন, গরীব দুঃস্থ মানুষদের অন্ন, কাপড়ের ব্যাবস্থা করেছেন । ঠিক তেমনই কিছু শিক্ষক বেকার ছেলে মেয়েদের সাথে পাল্লা দিয়ে সবেতনে টিউশনও পড়াচ্ছেন, কিছু শিক্ষক ব্যাবসা করছেন । খুঁজলে দেখা যাবে বহু শিক্ষক সমাজে এমনও আছে যাঁরা জমি সংক্রান্ত অফিস গুলোতে জমির রেজিস্ট্রি, জমির রেকর্ড করানোর দালালিও শুরু করেছেন । অবশ্যই যাঁরা ব্যাবসা করছেন তাঁরা নিজ স্বার্থে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করছেন অর্থাৎ শিক্ষক মহাশয় ব্যাবসা করলেও, ব্যাবসার রেজিস্ট্রেশন পরিবারের কোনো সদস্যের নামে করে রেখেছেন ও নির্ভয়ে ব্যাবসা করে চলেছেন । যাতে কোনো বেকার ছেলেমেয়ে তাঁর উপর কোনো আইনত অভিযোগ করতে না পারে । সমাজের বেকার ছেলেমেয়েদের ওই সমস্ত অসৎ অর্থ লোভী শিক্ষকদের সাথে তালমিলিয়ে নিজের রুজি রোজগারের পথকে ধরে রাখতে হচ্ছে । যার ফলে সমস্ত বেকার ছেলেমেয়েদের রুজি রোজগারে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে ওই সমস্ত অর্থ লোভী শিক্ষকদের জন্য । যেহেতু এই সব বিষয়ে কারো কাছে কোনো প্রমাণ থাকে না সেহেতু তারা ওই সকল শিক্ষকদের অত্যাচার সহ্য করেন । তাই ওই সমস্ত অর্থ লোভী, স্বার্থান্বেষী শিক্ষকদের উপর কি ব্যাবস্থা নেওয়া যেতে পারে । সমাজের যেসমস্ত বেকার ছেলেমেয়েরা যেসব অসৎ শিক্ষকদের জন্য দিন দিন আরো বেকার হচ্ছে, অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ করা যাবে । সরকার তাদের কিভাবে শাস্তি দেবে । এ বিষয়ে সরকার উপযুক্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে ভালো হয় ।

কোনো ব্যক্তির এনকাউন্টার হয়নি, শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয় বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

বিধানসভায় এনকাউন্টার নিয়ে সরব বিরোধীপক্ষ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে এনকাউন্টারকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। শাসকপক্ষ, পুলিশ প্রত্যেকবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত এনকাউন্টারের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও বিরোধীপক্ষ এক্ষেত্রে প্রতিবার পুলিশ এবং সরকারের সমালোচনা করেছে। অবশেষে এই বিষয়টি অসম বিধানসভায় উঠে আসতে দেখা গেছে। বিধানসভায় এনকাউন্টার নিয়ে সরব হয়ে বিরোধীপক্ষ এটাকে মুক্ত হত্যা বলে অভিযোগ করেছে। তবে বিরোধী পক্ষের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিয়েছে অসম সরকার। রাজ্যে কোনো ব্যক্তির এনকাউন্টার হয়নি। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয় বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষের দিন বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তর কালে এনকাউন্টার নিয়ে মৌখিক প্রশ্ন ছিল বিধায়ক অখিল গগৈর। তবে তিনি বিধানসভায় উপস্থিত না থাকার ফলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য সিপিআইএম এর বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন অখিল গগৈ। সেই হিসাবে বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার এই সংক্রান্তে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন পুলিশের হেফাজত থেকে একজন অপরাধী কিভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সেটা হজম করা যায় না। বর্তমান ১৬ জন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। রাজ্যজুড়ে গুপ্ত হত্যার বিভীষিকা অধ্যায় সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবার মুক্ত হত্যার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জনসমক্ষে এনকাউন্টারের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

এর জবাবে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন রাজ্যে কোনো ব্যক্তির এনকাউন্টার হয়নি। এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে আমরা প্রত্যেকেই অসম পুলিশের মনে আঘাত হানার চেষ্টা করি। তবে এটা কদাচিৎ উচিত নয়। পুলিশ মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচার জন্য, নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য দুর্ধর্ষ অপরাধীদের গুলি করতে বাধ্য হয়। এটাকে এনকাডন্টার বলা যায়না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন তারিখ আহমেদ ইয়াসিন জোয়াবদ্দার নামের জনৈক এক ব্যক্তি রাজ্যে এনকাউন্টার অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ এনে গুয়াহাটি হাইকোর্টে আইপিএল দাখিল করেছিলেন। অবশেষে চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি এক রায়দানের মাধ্যমে এই আইপিএল খারিজ করে দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্টে। তিনি বলেন ড্রাগস বিরোধী অভিযান নিয়ে প্রত্যেকেই তৎপর। প্রত্যেকেই ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযানের স্বপক্ষে মতামত দেন। এমনকি অসম বিধানসভায় ড্রাগস এর বিরুদ্ধে বিধায়করা সরব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই ড্রাগস বিরোধী অভিযানে এনকাউন্টার হলেই প্রত্যেকে অভিযোগ দেওয়া শুরু করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন পুলিশ শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাতেই বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এটাকে এনকাউন্টার বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন যেহেতু পুলিশের হেফাজত থেকে অপরাধীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে ফলে পুলিশকে আরো ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। পুলিশকে উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে। এক্ষেত্রে তিনি করিমগঞ্জের সাইকেল ব্যবসায়ী পুরনো মোবাইল কেনার পর এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এনকাউন্ট এর ঘটনা এবং রৌতায় সংঘটিত কেনারাম ডিম্বেশ্বর এনকাউন্টারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এর জবাবে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এই প্রস্তাব মেনে নিচ্ছে সরকার। পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া পুলিশ যাতে পিপলস ফ্রেন্ডলি হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে পুলিশকে সম্পূর্ণ রূপে ক্লিন চিট দিতে নারাজ মন্ত্রী। তিনি বলেন কিছু ক্ষেত্রে পুলিশেরও দোষ রয়েছে। এর জন্য ১৬ জন পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকা।

গামছা নিয়ে আসামে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ

গোহাটি ঃ মানুষকে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় আটকে রাখতে সব জায়গায় নানান 'উপাদান' লাগে। সেই তালিকায় যে গামছাও যুক্ত হতে পারে এটা অবশ্য আসামের দিকে তাকিয়েই কেবল জানা গেল। রাজ্যটিতে অসমিয়াদের সঙ্গে বাঙালিদের পুরোনো মানসিক দূরত্ব আরও এক ধাপ বাড়াল সম্প্রতি গামছা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ব্যাপক কাজিয়া। বাঙালি সমাজ সচরাচর যে গামছা ব্যবহার করে অসমিয়া সমাজে সেটাই 'গামোসা' নামে পরিচিত। তবে গামোসার বুনন ও নকশায় সামান্য কিছু ফারাক আছে। দুটির ব্যবহার ও আকার কাছাকাছি তবে দেখতে কিছুটা আলাদা। গামোসার দুই দিকে নকশাদার লাল বর্ডার থাকে। আসামের 'বাংলা সাহিত্য সভা' গামছা ও গামোসা কেটে অর্ধেক অর্ধেক জোড়া লাগিয়ে তাদের এক অনুষ্ঠানে উপহার দিয়েছিল অতিথিদের। তারা এটার ভেতর দিয়ে বাঙালি সমাজের সঙ্গে অসমিয়া সমাজের মেলবন্ধন বাড়াতে বা বোঝাতে গিয়েছিল। ফল হয়েছে উল্টো। অসমিয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো আসামজুড়ে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তাদের অভিযোগ এ রকম কাটাকাটি আর জোড়াতালিতে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন নয় গামোসার অপমান হলো। ঘটনা এখানেই থেমে থাকল না। পুলিশের কাছেও নালিশ হলো এটা নিয়ে। এবং অবধারিতভাবে আসামজুড়ে নতুন করে বাঙালি অসমিয়া সাংস্কৃতিক দূরত্ব বেড়ে গেল। অসমিয়াদের এখনকার জনপ্রিয় নেতা অখিল গগৈ 'সাহিত্যসভার সর্বশেষে উদ্যোগকে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের নামে ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালিদের অসমিয়া সমাজে গ্রহণ করানোর সাংস্কৃতিক চেষ্টা' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, এটা বিজেপির রাজনীতি এবং এর মাধ্যমে তারা অবৈধ হিন্দু বাঙালিদের এখানে নতুন করে নাগরিকত্ব দিতে চায়। গগৈর এ রকম উত্তেজক মন্তব্য গামছা ও গামোসার বিতর্ককে জড়িয়ে ফেলছে আসামের রক্তাক্ত অতীতের সঙ্গে যেখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হাজির ছিল বাংলাদেশ।বিজেপি নেতা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এ ঘটনার সুযোগ নিতে একটুও দেরি করেননি। তিনি হঠাৎই গামোসা বুননঘর ঘুরতে বের হলেন। এটাও ঘোষণা দিলেন এবারের 'বিহু'তে সবাইকে গামোসা কিনতে হবে। এতে গামছার বাজারে কী ঘটবে, সেটা সহজেই বোধগম্য। বিহু হলো কৃষিভিত্তিক আসামের জাতীয় উৎসব। বিশ্ব শর্মা সে সময় রীতিমতো ৬০ লাখ গামোসা বিক্রির একটা আওয়াজও দিয়েছেন। স্বভাবত আসামজুড়ে গামোসা তৈরি করা সমাজ একটা বাড়তি উদ্দীপনা চলছে এখন। এই উদ্দীপনায় জ্বালানি জোগাতে 'মেখেলা' নামে পরিচিত মেশিনে তৈরি আরেক ধরনের গামোসাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন হাতে বোনা গামোসার প্রসার। আসামজুড়ে বাংলাভাষীদের অনেক পুরোনো সাহিত্য সংগঠন আছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী সংগঠন হলো 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন'। এর বাইরে আছে মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি, নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র ইত্যাদি। এসবের তুলনায় 'বাংলা সাহিত্য সভা' বেশ নবীন। এটা বিজেপির আনুকূল্যে গড়ে ওঠা বলে অনেকের মত। ২৬ মার্চের অনুষ্ঠানে তারা গামছা ও গামোসাকে কেটে জোড়া লাগানোর আগে এর জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া আমলে নেয়নি বলেই মনে হয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে আসাম গামোসার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস অব গুডস) নথিভুক্ত করতে সমর্থ হয়। তখন থেকে বিষয়টি অসমিয়া সুশীল সমাজ বেশ গর্বের সঙ্গে জনসমাজে তথ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। জিআই রেজিস্ট্রি জার্নাল তখন বলেছিল 'গামোসা আসামের সনাতনি পোশাক।' এ রকম সনদের পর সমাজে মানসম্মানে গামোসার পেছনে পড়ে যায় গামছা। কিন্তু আসামের সমাজের কেউ তখন প্রশ্ন করেনি গামছা কেন সনাতনি পোশাক নয়? জিআই কেবল গামোসার হবে কেন? আসামে বরাবরই জাতীয়তাবাদী আবেগ ও আন্দোলনে ছাত্ররা সামনে থাকে। বিশেষ করে অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গামছা ও গামোসার সেতুবন্ধনের বিরুদ্ধে সবার আগে রাজপথে তারা ক্রোধ দেখায়। টিভিগুলোতে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়। বিষয়টা থানা পর্যন্ত গড়ানোমাত্র সাহিত্যসভা দ্রুত ক্ষমা চায়। অসমিয়াদের যুক্তি হলো গামোসা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। গামছার সঙ্গে গামোসার সংযোগে সেই পরিচয় কীভাবে আহত হয়, সে বিষয়ে তাঁরা ব্যাখ্যা দিতেও প্রস্তুত নন। বোঝা যাচ্ছে, মূল বিষয় বাঙালি সমাজকে তারা অসমিয়া সংস্কৃতির সঙ্গে মেলামেশা করতে দিতে আগ্রহী নন। বাঙালি সংস্কৃতিও যে আসামের শত শত বছরের সাংস্কৃতিক অংশীদার সেটা যেন তাঁরা মানতে অনিচ্ছুক। তবে অসমিয়াদের এই বক্তব্য খুবই সত্য, গামোসা এখানকার আদি সংস্কৃতির অংশ। কেবল গলা ও ঘাড়ের দুদিকে ঝুলিয়ে রাখা নয় অনেক সময় পবিত্র কিছু ঢেকে রাখতেও গামোসা কাজে লাগে। অনেক আন্দোলন সংগ্রামেও দেখা গেছে গামোসার ওপর স্লোগান লিখে তুলে ধরা হয় বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে। সেই তুলনায় গামছা বাঙালি সমাজের নিত্যব্যবহারের এক সামগ্রী। কিন্তু তাতে গামছার সাংস্কৃতিক মূল্য কেন কমতে পারে সেটা বোঝা মুশকিল! অসমিয়া একাংশের এবারের আচরণে মনে হলো গামোসার তুলনায় গামছা যেন খানিক কম পবিত্র! এই মনোভাব একধরনের সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের স্মারক কি না, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। যদিও বাঙালি তরফ থেকে তেমন প্রশ্ন প্রকাশ্যে তোলা আসামে বেশ দুরূহ। গত অক্টোবরে আসামের গোয়ালপাড়ায় কৃষিজীবী বাঙালি মুসলমানরা ('মিঞা' নামে পরিচিত) ছোট একটা সাংস্কৃতিক জাদুঘর খুলতে গেলে গ্রেপ্তার হয়েছিল রীতিমতো সন্ত্রাস আইনে। এই মিঞা মুসলমানদের লুঙ্গিও আসামে অনেক আলাপের বিষয় হয়ে আছে। একজন বাঙালি এমপি লুঙ্গিকে বাঙালিদের পোশাকের হিসেবে জাদুঘরে প্রদর্শনের প্রস্তাব দেওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয়েছিল ২০২০ এর নভেম্বরে। অসমিয়াদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার বাইরে বাঙালিদের অনেকেও সাহিত্যসভার গামছা ও গামোসাকেন্দ্রিক উদ্যোগের পেছনে সাংস্কৃতিক রাজনীতি আছে বলে দাবি করছে। আসামে বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় আছে। বিজেপি আগ্রহী মূলত একাংশ নিয়ে। তারা হিন্দু বাঙালিদের অসমিয়া হিন্দুদের কাছাকাছি আনতে চাইছে। তাদের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইনে নাগরিকত্বহীন হিন্দু বাঙালিরা নাগরিকত্ব পাবে বলে প্রত্যাশা তৈরি করা হয়েছিল। 'বাংলা সাহিত্য সভা' বিজেপির ওই রাজনীতির সাংস্কৃতিক লাইন অনুসরণ করছে। বিশেষ করে সব উপায়ে অসমিয়া হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের এককাতারে আনার লক্ষ্যে সাহিত্য অঙ্গনে সচেষ্ট তারা। গুয়াহাটিতে এবারই তাদের প্রথম সম্মেলন হলো। সেখানে রাজ্য সরকার ও বিজেপির অনেক সম্মানীজন ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী রঞ্জন পেগু ছিলেন অতিথি। ছিলেন শিলাদিত্য দেব, যিনি বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ এক সংগঠক। এ দুজনের মাঝে শিলাদিত্য বাংলাদেশ প্রশ্নে বরাবর খুব আক্রমণাত্মক। ২০১৮ সালে তিনি এও বলে ফেলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সৃষ্টি একটা বড় ভুল হয়ে গেছে' (২০ মার্চ, টাইমস অব ইন্ডিয়া)। এ রকম সংগঠকেরা যখন গামছা ও গামোসা জোড়া লাগিয়ে নামলেন তখন স্বভাবত অনেকে বিষয়টা সন্দেহের চোখে দেখছিল। তাদের মতে, বাংলা সাহিত্য সভার উদ্যোগ সাংস্কৃতিক দিক থেকে যতটা আন্তরিক এর পেছনকার মানুষেরা ধর্মীয় বিবেচনায় আবার সূক্ষ্মভাবে ততটাই বিভেদবাদী। এ রকম অভিযোগ স্থানীয় মুসলমান সাহিত্যকর্মীদের তরফ থেকেও বাংলা সাহিত্য সভার নেতৃত্ব পর্যায়ে যাদের বিশেষ ঠাঁই হয়নি। অন্যদিকে সাহিত্য সভার উদ্যোগের প্রতি অসমিয়াদের প্রতিক্রিয়া দেখে আবারও স্পষ্ট হলো তারা হিন্দুত্বে আগ্রহী হলেও বাঙালিত্বকে 'অপর' হিসেবে দেখতে ও রাখতে চায়। অসমিয়াদের এখনকার জনপ্রিয় নেতা অখিল গগৈ 'সাহিত্যসভার সর্বশেষে উদ্যোগকে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের নামে ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালিদের অসমিয়া সমাজে গ্রহণ করানোর সাংস্কৃতিক চেষ্টা' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, এটা বিজেপির রাজনীতি এবং এর মাধ্যমে তারা অবৈধ হিন্দু বাঙালিদের এখানে নতুন করে নাগরিকত্ব দিতে চায়। গগৈর এ রকম উত্তেজক মন্তব্য গামছা ও গামোসার বিতর্ককে জড়িয়ে ফেলছে আসামের রক্তাক্ত অতীতের সঙ্গে যেখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হাজির ছিল বাংলাদেশ। অসমিয়া সমাজে বাংলা ও বাঙালি নিয়ে অস্বস্তি ও বিরাগ যে কত গভীর, সেটাই আবার প্রকাশ হয়ে পড়ল গামছা বনাম গামোসা বিবাদে।

আজ সকালেও জয়ের 'শতভাগ সুযোগ' দেখেছিল আইরিশরা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ গতকাল আয়ারল্যান্ডের জয়ের স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন লোরকান টাকার। অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি বললেন, আজ সকালেও জয়ের শতভাগ সুযোগ দেখেছিলেন তাঁরা। সব চাপ বাংলাদেশের ওপরই ছিল বলেও মনে করেন বলবার্নি। ১৩১ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ দিন শুরু করেছিল আয়ারল্যান্ড। তবে ৯ ওভার ব্যাটিং করলেও গতকালের সঙ্গে আর ৬ রান যোগ করতেই শেষ ২ উইকেট হারায় তারা। ৭১ রানে অপরাজিত অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ছিলেন,

আয়ারল্যান্ডও বড় লিডের আশা করেছিল বলেই জানালেন বলবার্নি, 'শতভাগ (জয়ের সুযোগের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম)! উইকেট বেশ ভালো ছিল। (তবে) ইবাদত ভালো বোলিং করেছে, স্টাম্প তাক করেছে। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম ১৮০ রানের লিড পাব।'

সংবাদ সম্মেলনে সাকিব আল হাসান

প্রায় চার বছর পর টেস্ট খেলতে নামা আয়ারল্যান্ড নির্ভারই ছিল, মনে করেন তাদের অধিনায়ক, 'আমাদের বার্তা ছিল, সব চাপ বাংলাদেশের ওপরই। তারা যদি হারত, তাহলে তো সংবাদ সম্মেলন কক্ষে আরও অনেক মানুষ থাকত। ১৩০ রান তাড়ায় যদি বিনা উইকেটেও ১০০ রান থাকত, তবুও চাপ তাদের ওপরই থাকত। কেউ প্রত্যাশা করেনি আয়ারল্যান্ড এখানে এসে টেস্ট জিতবে।' শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ১৩৮ রানের বেশি লক্ষ্য দিতে পারেনি আয়ারল্যান্ড। এরপরও তাদের যে আশা ছিল, সেটি লিটন দাসের ব্যাটিংয়েই শেষ বলেও মনে করেন তিনি, 'লিটন যেভাবে খেলেছে, তাতেই মোমেন্টাম চলে গেছে আমাদের থেকে। তবে আমরা অটল থেকেছি, সুযোগ তৈরি করেছি, হয়নি।'

দ্বিতীয় দিনই পরাজয়ের শঙ্কায় পড়ে যাওয়া দলটি শেষ পর্যন্ত জয়ের সম্ভাবনা তৈরির কথা বলতে পারছে, নিশ্চিতভাবেই আইরিশদের অনেক বড় অর্জন সেটি। বলবার্নিও বলছেন সেটিই, 'দ্বিতীয় দিন তো আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, গতকাল হয়তো অনেকেই আমাদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছিল। তবে গতকাল আয়ারল্যান্ডের সেরা একটি দিন ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিবেদন আর স্কিলে। উইকেট আজও ভালো ছিল। ১৭০-১৮০ রানের লিড হলে কেইবা বলতে পারে কী হতো!'

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি শ্রীলঙ্কা যাবে আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশ থেকে পাওয়া শিক্ষা সেখানে ১৬ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া দুই টেস্ট সিরিজে কাজে লাগবে বলে আশাবাদী আয়ারল্যান্ডকে প্রথমবার টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া বলবার্নি, 'প্রথম ইনিংসই সবচেয়ে বড়। এমন কন্ডিশনে প্রথম ইনিংসে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে বড় স্কোর গড়তে, যাতে আপনি ম্যাচের শুরুটা ভালো পান। দ্বিতীয় ইনিংসের মতো হয়তো অমন করে দেখাতে পারিনি প্রথম ইনিংসে, তবে টেস্টের কথা বাদ দিন, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটই সেভাবে খেলিনি। ফলে আমাদের দ্রুত শিখতে হবে। উইকেটের দাম বুঝতে হবে। প্রথম ইনিংসে মুশির (মুশফিক) মতো সেঞ্চুরি করতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের জয় না পেলেও মিরপুর টেস্ট দারুণ উপভোগ করেছেন বলবার্নিরা, 'শ্রীলঙ্কায় তো এর চেয়ে সহজ হবে না, তবে এ কারণেই এর নাম টেস্ট ক্রিকেট। চার দিনের প্রতিটি মিনিট উপভোগ করেছি, আমার মনে হয়, বাকি সবাইও তাই করেছে। চার দিনে আমরা দেখিয়েছি আমাদের ভালো কিছু ক্রিকেটার আছে। তাদের যদি আরও লাল বলে খেলার সুযোগ দিই, প্রথম শ্রেণিতে খেলে, তাহলে আমরা ভালো একটা টেস্ট দল হতে পারব, কিছু জয় পাব।'

'রহস্য স্পিনার না' হয়েও রহস্য ছড়ানো কে এই কলকাতার স্পিনার

কলকাতা ঃ কাল রাতে ইডেন গার্ডেনসে যখন একের পর এক উইকেট তুলে নিচ্ছিলেন, দর্শক মহলে কৌতূহল বেড়ে চলছিল সুয়াশ শর্মাকে নিয়ে। কাঁধসমান চুল, শান্তসৌম্য চেহারা। স্পিনার হয়েও বেশ জোরে বল করছিলেন। উইকেটও মিলেছে। এই সুয়াশকে তো আগে দেখা গেছে বলে কারও মনে পড়ে না! ছেলেটি এত দিন কোথায় ছিল?

কোথাও খেলেননি সুয়াশ। ১৯ বছর বয়সী এই স্পিনার কখনো প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি, লিস্ট 'এ' খেলেননি, এমনকি স্বীকৃত টি টোয়েন্টিও নয়। গতকালই কলকাতার হয়ে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে আইপিএল অভিষেক, স্বীকৃত প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এটাই তাঁর প্রথম ম্যাচ।

প্রথম ম্যাচেই চমকে দিয়েছেন সবাইকে। ৩০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভারতীয় স্পিনারদের মধ্যে এটি আইপিএল অভিষেকে দ্বিতীয় সেরা বোলিং (সেরা ২০১৮ সালে মুম্বাইয়ের মায়াঙ্ক মারকান্দের ৩২৩)। ইডেন গার্ডেনসের ভরা গ্যালারির সামনে সুয়াশ তুলে নিয়েছেন দিনেশ কার্তিক, অনুজ রাওয়াত ও করন শর্মার উইকেট। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে কলকাতা জিতেছে ৮১ রানের বড় ব্যবধানে।

ম্যাচে সুয়াশকে নামানো হয়েছিল 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের বদলে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হয়ে দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া সুয়াশ দিল্লির ছেলে। স্থানীয় ক্লাব পর্যায়ের ক্রিকেটে খেলেছেন এত দিন। সেরা অভিজ্ঞতা দিল্লি অনূর্ধ্ব২৫ দলে খেলার। মূলত ট্রায়ালেই কলকাতা ম্যানেজমেন্টের নজরে পড়েছিলেন সুয়াশ।

গত বছর আইপিএল নিলামের আগে মুম্বাইয়ে ট্রায়ালের আয়োজন করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতকালের ম্যাচ শেষ কেকেআর কোচ চন্দ্রাকান্ত পন্ডিতই জানালেন কীভাবে তুলে আনা হয়েছে এই তরুণ প্রতিভাকে, 'সুয়াশ আমাদের ট্রায়ালে এসেছিল। সেখানেই দেখি যে ও দুই দিকেই বল ঘোরাতে পারে। সেটা দেখেও ওকে নেওয়া। অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু প্রতিভা আছে।'

নিলামে সুয়াশের নাম ডাকার পর কলকাতা ছাড়া আর কেউ সাড়া দেয়নি। ট্রায়ালে চিনে রাখা 'রত্ন'টিকে ২০ লাখ রুপির ভিত্তিমূল্যেই পেয়ে যায় কলকাতা। অধিনায়ক নীতিশ রানা অবশ্য সুয়াশকে চিনেছেন আরও পরে, ক্যাম্প শুরুর পর। বেঙ্গালুরু ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণীতে নীতিশের সরল বয়ান, 'আমি নিজেও জানি না ও কোথা থেকে এসেছে। দিল্লির ছেলে জানি। কিন্তু কখনো দেখিনি। আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কেকেআর ক্যাম্পে।'

সুয়াশকে ধারাভাষ্যকাররা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন রহস্য স্পিনার হিসেবে। তবে কেকেআর অধিনায়ক সেটি সংশোধন করে দিয়েছেন, 'আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম তৃতীয় স্পিনার দরকার হলে সুয়াশকে খেলাব। ও কিন্তু রহস্য স্পিনার নয়, তবে একটা এক্সফ্যাক্টর আছে। ওর আর্ম স্পিড খুব জোরাল, যেটা ব্যাটসম্যানকে সমস্যায় ফেলতে পারে। ওর অ্যাকশন বোঝাও সহজ নয়। বাতাসেও জোরে বল ফেলতে পারে। যত খেলবে তত অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ হবে।'

সুয়াশের সঙ্গে সমৃদ্ধ হচ্ছে কলকাতাও। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে সুয়াশের ৩, বরুন চক্রবর্তীর ৪ আর সুনীল নারাইনের ২ উইকেট মিলিয়ে একটা রেকর্ড গড়ে ফেলেছে কেকেআর। আইপিএল ইতিহাসে এক ইনিংসে স্পিনারদের ৯ উইকেট এবারই প্রথম। এর আগে তিনবার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৮ উইকেট নিয়েছিলেন চেন্নাইয়ের স্পিনাররা। নারাইন, বরুনের সঙ্গে মিলে যে রেকর্ডটা এখন এককভাবে কলকাতার করে দিলেন সুয়াশ। অথচ ক্যাম্প শুরুর আগে যাকে চিনতেন না অধিনায়কও।

'হাসপাতাল' হয়ে যাচ্ছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

কলকাতা ঃ জস হ্যাজলউডকে অ্যাকিলিস চোটের কারণে আইপিএলের প্রথম ভাগে পাবে না রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রজত পাতিদার ছিটকে পড়েছেন গোড়ালির চোটে। আর উইল জ্যাকসেরও আইপিএল শেষ হয়ে গেছে মাংসপেশির চোটে। এই তিন ক্রিকেটারকে হারিয়ে বেঙ্গালুরু যে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করবে, সে সময়টা পেতে হবে তো! এরই মধ্যে ধেয়ে এসেছে আরেকটি দুঃসংবাদ। ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার রিস টপলিকেও হারিয়েছে বেঙ্গালুরু। ডান কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হওয়ায় আইপিএল শেষ হয়ে গেছে এই বাঁহাতি পেসারের। ২ এপ্রিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুর প্রথম ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন টপলি। কাল আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৮১ রানে হেরেছে বেঙ্গালুরু। ম্যাচ চলার সময় বেঙ্গালুরুর প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার টিভি সম্প্রচারে বলেছেন, 'টপলি আইপিএল থেকে ছিটকে পড়েছে এবং দেশে ফিরে যাচ্ছে। তার বদলি খেলোয়াড়ের নাম দ্রুতই জানানো হবে।' মুম্বাইয়ের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুর প্রথম ম্যাচে ২ ওভারে ১৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন টপলি। ম্যাচে ডাইভ দিয়ে বল থামাতে গিয়ে কাঁধে আঘাত পান ২৯ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার। কলকাতার বিপক্ষে ম্যাচে দলের সঙ্গেই ইডেন গার্ডেনসে গিয়েছিলেন টপলি। তাঁর হাত স্লিংয়ে ঝোলানো ছিল। ডেভিড উইলিকে কাল তাঁর বদলি হিসেবে খেলায় বেঙ্গালুরু।

টপলির বদলি হিসেবে বেঙ্গালুরু কাকে নিতে পারে, সে প্রশ্ন উঠবে। বিকল্প যে খুব বেশি নেই। ২০২১ সালে বেঙ্গালুরুতে খেলা দুষ্মন্ত চামিরা বদলি হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটিতে খেলার ব্যাপারে না করে দিয়েছেন। গত ডিসেম্বরে নিলামে ১ দশমিক ৯ কোটি রুপিতে টপলিকে কিনেছিল বেঙ্গালুরু। এটাই তাঁর প্রথম আইপিএল।

টপলির এমনিতে চোটের প্রবণতা আছে। গা গরমের ম্যাচে পা মচকে নেওয়ায় এর আগে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েন। বাঙ্গার জানিয়েছেন, ১০ এপ্রিল লঙ্কান স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও ১৪ এপ্রিল জস হ্যাজলউড দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার পোস্টমর্টেম করবে সরকার ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগুর

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তুমুল বিরোধীপক্ষ, সেবার সংস্কার সহ অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন বিরোধীপক্ষের সমালোচনা, সিআইডি তদন্ত, গ্রেপ্তার একের পর এক পর্যায়ক্রমে নানা ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। তবে এবার অসম বিধানসভায় এই বিষয়টি ফের একবার উত্থাপন করে বিরোধীপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁস কান্ডে সরব হয়ে উঠেছে। বিরোধীপক্ষের বিধায়করা সেবার সংস্কার সহ অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি উত্থাপন করেছেন। এর জবাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার পোস্টমর্টেম করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু।

বাজেট অধিবেশনের শেষের দিন বৃহস্পতিবার প্রশ্নতোকালের পর সদনের কার্য পরিচালনার নিয়মাবলির ৫০ নম্বর নিয়মের অধীনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিষঙ্গতি শীর্ষক এক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন ব্যক্তিগত ভাবে দায়বদ্ধ করার জন্য নয় বরং সেবার সংস্কারের জন্য এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। মূলত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, পাঠ্য পুস্তকের দোষ এবং শিক্ষকের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব এই তিনটি মূল বিষয় হিসেবে মননিবেশ করতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে মাধ্যমিক পরীক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন স্বয়ং সেবার সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছিলেন বলে জানান বিরোধী দলপতি।

তিনি বলেন এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তিনটি কমিটি গঠন হয়েছে। প্রতিবেদনা দাখিল করা হয়েছে কিন্তু সেবার সংস্কার হয়নি। অন্যদিকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার মধ্যেই ২০১৭ সালের নভেম্বরে অধ্যক্ষ বদলি করা হয়েছিল। তাছাড়া কার্যকাল সম্পূর্ণ হওয়ার পরও সেবার অধ্যক্ষের কার্যকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নানা বিশেষ গতি দেখা দিয়েছে। সেবার এক্সটার্নাল শচীন্দ্র দলৈ গত ১২ মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংক্রান্তে নানা বিষঙ্গতি তুলে ধরে এর তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। তবে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বিভাগ ছাড়া বাইরে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে বলে মন্তব্য করেন দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছে। ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে সেবাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চলছে যাতে সিবিএসসি অথবা অন্য বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে সেবার পুনর্গঠন, সেবা সংস্কার, সেবার বর্তমান অধ্যক্ষকে রেহাই দেওয়ার পাশাপাশি তাকিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া বন্ধ করার দাবী জানান বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

এআইইউডিএফ এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। অসমের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অতি প্রয়োজনীয়ভাবে সেবার সংস্কারের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে শুধুমাত্র সেবা নয় আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ১৯ জুলাই কেশ ফর মার্কস জালিয়াতির তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। এই সংক্রান্তে কামরূপ মেট্রো এবং চাংসারি থানায় মামলা রজ্জু করা হয়। হলে শুধুমাত্র সেবা নয় কাউন্সিলের প্রতিও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়িকা নন্দিতা দাস একইভাবে সেবার সংস্কারের ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রাস্তায় নেমেছে। সেবার অধ্যক্ষ সচিব এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের নীতিকে সমালোচনা করেছেন তিনি। সেবাকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অধ্যক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সচিবকে অপসারণ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক তালুকদার।

কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন শিক্ষামন্ত্রী একজন সজ্জন ব্যক্তি, ভদ্রলোক। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী নিজের টুইট করে লিখেছিলেন যে তিনি সেবাকে পরামর্শ দিয়েছেন। একজন শিক্ষামন্ত্রী কেন শুধুমাত্র পরামর্শ দেবেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন একজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসলে শুধু সে নিজে বসে না তার মা বাবার স্বপ্ন তার সঙ্গে বসে। শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে হবে। এসএমডিসির ক্ষেত্রে নানাভাবে রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেটা বন্ধ করার প্রয়োজনীতা রয়েছে। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন তিনি স্বয়ং অধ্যয়ন করা করিমগঞ্জ বিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে গেট নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সেটার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়নি। যেকোনো ভাবে শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে পৃথক করতে হবে। তিনি বলেন ভুটান অসমের সিলেবাস গ্রহণ করেছিল। অথচ বর্তমান ভুটান শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে গেছে। আফ্রিকা ইউনিভার্সিটিতে খোদাই করা ভাবে লেখা রয়েছে যে জাতিকে ধ্বংস করতে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে দিলেই কাজ হয়ে যায় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

একই বিষয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন বারবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেবার উদ্যোগে কার্যকাল নিশ্চিত করতে হবে। শ্রীনাথ বড়ুয়া কমিটির প্রতিবেদন রূপায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা অনুযায়ী শিলচর কোকরাঝাড় লক্ষীপুর তেজপুর এবং কলিয়াবরে সেবার আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া তিনটি প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করতে হবে। প্রশ্নপত্র নিয়ে যাওয়া বাহনে জিপিএস দিয়ে নিরীক্ষন করতে হবে, সিসিটিভির আওতায় প্রশ্নপত্র খাম থেকে বের করতে হবে ইত্যাদি বহু দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার, দিগন্ত বর্মন এবং জাকির হোসেন সিকদার নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সরকারের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন ৩ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সুচি নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বারো মার্চ প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার তথ্য গ্রহণ করার পরেই ১৩ মার্চের পরীক্ষা বাতিল করে সেটাকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ক্ষেত্রে সিআইডির অধীনে মামলা রজ্জু করা হয়। তদন্তের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিআইডি দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন সারা ভারতে গত ১০ বছরে ৭০ টা প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিধায়ক অখিল গগৈ উত্থাপন কর অভিযোগ অনুসারে বারবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। অসমে ২০০৬ সালে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। এরপর ২০২৩ সালে অনুরুপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া এবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার শুধুমাত্র একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যেটার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হলে অযথা অভিযোগ না দিয়ে তথ্য সহ সরকারকে সবিস্তার জানানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন বিধায়ক আমিনুল ইসলামের অভিযোগ অনুযায়ী কেশ ফর মার্কস এর ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ দাখিল করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সরকারের হাতে এই সংক্রান্তে কোন ক্লু নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন সেবার সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রত্যেকে বলছেন অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে সেবার দোষ কি সেটা বলতে পারছেন না। প্রশ্নপত্র ফাঁস কোথায় হয়েছে সেটা দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশ্নপত্র নির্ধারিতভাবে ছাপার পর সেটা সেবার কার্যালয়ে আসে না। সরাসরি বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৯১২ টি কেন্দ্রের জন্য মোট ৮৩৪ একটি থানায় প্রশ্নপত্র জমা রাখা হয়েছিল। থানাতে পৌঁছানোর পর সেটার দায়িত্ব থানা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের। বিভিন্ন থানা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পৌঁছানোর আগে শুধুমাত্র সেবার দায়িত্ব থাকে। এরপর সেবার কোনো দায়িত্ব নেই। ফলে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে সেবার ভূমিকা কি সেটা চিন্তা করে দেখা উচিত। সেবার কি ধরনের সংস্কার চাই সেটা নির্ধারিতভাবে বলতে হবে। সেবার বোর্ড গঠন, প্রশ্নপত্র বিতরণ ইত্যাদি ঠিক কোন জায়গায় সেবার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা উল্লেখ করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সেবার আঞ্চলিক কার্যালয় শুরু করার কথা বলা হয়েছে। আঞ্চলিক কার্যালয়ে গুলো শুরু করলেই সেবা সংস্কার হয়ে যাবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন এটা করলে উল্টো অধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন এবার পরীক্ষামূলকভাবে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রতিটি মহাবিদ্যালয় রাখা হয়েছিল। শিক্ষা অনুষ্ঠান গুলোর প্রতি বিশ্বাস রেখেই এই কাজ করা হয়। তবে একাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে সেবা পরিচালিত হচ্ছে সেবার স্বতন্ত্র আইনের উপর সেবার আইন অনুযায়ী। ফলে এক্ষেত্রে টুইট করার সময় তাকে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীকে সেবার প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। সেবাকে নির্দেশ দেওয়া যাবে না। সেবার স্বতন্ত্র বোর্ড এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সেবা মূলত পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার কাজে নিযোজিত। তাছাড়া সেবাকে রাজ্যের বিভিন্ন নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবার নিষ্ঠা সহকারে সেবা নিজের দায়িত্ব পালন করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন সেবা আমাদের, রাজ্যের সম্পদ। এক্ষেত্রে সরকার ব্যাপক সিরিয়াস। ইতিমধ্যে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তবে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে এবার সম্পূর্ণ ঘটনার পোস্টমর্টেম করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে সামনে রেখে যেভাবে এগুচ্ছে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে চলতি বছরের শেষ কিংবা আগামী বছরের প্রথমে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি নির্বাচনের জন্য কৌশল নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দলটির সিনিয়র নেতারা বলছেন, দলকে প্রস্তুত করার অংশ হিসেবে একাধিক তৎপরতা এখন চলছে যার মূল উদ্দেশ্য হলো মাঠ পর্যায়ে কর্মী ও সমর্থকদের চাঙ্গা করে নির্বাচনের আবহ তৈরি করা। এটি করতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে নেতাদের মধ্যে কোন্দল নিরসনের ওপর। একই সঙ্গে নানা ঘটনায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সে কারণে দল ও সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের কৌশলও নিয়েছে সামাজিক অনুষ্ঠানেও বিদেশীদের সাথে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে দলটির নেতাদের। যদিও দলের নেতারা গণমাধ্যমে বলছেন সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে কারও মধ্যে যেন কোনো সংশয় না থাকে সে চেষ্টাই করছেন তারা। কুটনীতিক ও বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোতে নির্বাচনের প্রসঙ্গ এসেছে। তাদের কেউ কেউ নির্বাচন নিয়ে তাদের প্রত্যাশার কথা বলেছেন। আমরা তাদের আশ্বস্ত করেছি যে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। তারাও বিষয়টি অনুধাবন করেছেন, বলছিলেন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ।

মি. মাহমুদ জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সাম্প্রতিক আলোচনায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

দলটি। পাশাপাশি প্রভাবশালী দেশ ও সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে 'চাপ মোকাবেলা'র চেষ্টাও চলছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো বেশ কিছুদিন ধরেই আগামী নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে নানা ধরণের বিবৃতি দিয়ে আসছে। বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর তরফ থেকে নানা বার্তা আসছে। তাদের এসব তৎপরতা ক্ষমতাসীনদের উপর চাপ তৈরি করছে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও সরকার কখনো এ ধরণের চাপের কথা স্বীকার করেনি।

বাংলাদেশে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন আন্তর্জাতিক মহলে বেশ সমালোচিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে সমালোচনা আছে। এছাড়া সাংবাদিক নির্যাতন ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বাধাসহ মানবাধিকার ইস্যুতে বিভিন্ন সময়ে বেশ কড়া প্রতিক্রিয়াও এসেছে আন্তর্জাতিক মহল থেকে। আমেরিকার তরফ থেকে র‍্যাব ও এর কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় ক্ষমতাসীনদের উপর চাপ বেশ দৃশ্যমান হয়েছে। যদিও চাপের বিষয়টি তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কখনোই স্বীকার করেনা। সরকার কীভাবে এগুলো মোকাবেলা করবে তা নিয়ে দলের মধ্যেই নানা ধরণের আলোচনা ছিলো। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'ভাবমূর্তি উজ্জ্বল' করার দিকেই তাই এখন নজর দিচ্ছে সরকার ও আওয়ামী লীগ। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে যেসব সমালোচনা তৈরি হয়েছে সেটির বিপরীতে অবকাঠামো উন্নয়ণের বিষয়টিকে সামনে আনতে চায় আওয়ামী লীগ। সরকার বিশ্বের কাছে দেখাতে চায় যে সমালোচনা যাই থাকুক না কেন, গত ১৫ বছরে তারা দেশের 'উন্নয়ণ' করেছে। মার্চ মাসে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ বিজনেস সামিট। বিজনেস সামিটকে সামনে রেখে প্রচারের জন্য সিএনএন কমার্শিয়ালের সঙ্গেও চুক্তি করেছিলো এফবিসিসিআই। এর আওতায় চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বিনিয়োগসম্ভাবনা নিয়ে প্রচারণা চালাবে সিএনএন। অবশ্য আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ বলছেন যে দল বা সরকারের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়েছে এমনটি তারা মনে করেন না। অনেক সময় বাংলাদেশের একটি গোষ্ঠী ভুল তথ্য দিয়ে বিদেশীদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। তারা রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী। তাই ভাবমূর্তি পুনুরুদ্ধারের কোনো বিষয় নেই। তবে সরকারের যে অর্জন সেটি আমরা আরও বেশি করে তুলে ধরতে চাইছি, বলছিলেন মি. মাহমুদ।

সম্প্রতি ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে বৈঠক করেছে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন দলটির সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী সাথে ভারত এবং চীনের সম্পর্ক যতটা ভালো, ঠিক ততটা ভালো নয় পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে।

সরকারের কোন কোন মন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ঢাকায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের তৎপরতা নিয়ে খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন। আওয়ামী লীগের ভেতরে অনেকেই মনে করছেন, আমেরিকার সাথে তাদের একটি বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার ছাড়াও ঢাকায় বিদেশী কূটনীতিকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছেন দলের সিনিয়র নেতারা।

সম্প্রতি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় গিয়েছিলেন। পরে দূতাবাস টুইট করে জানিয়েছে যে এসময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং বাণিজ্য থেকে শুরু করে জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও বিদেশী কুটনীতিকদের সাথে নিয়মিত বিভিন্ন ভাবে কথা বলছেন দলের সিনিয়র নেতারাও। বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ণের বিষয়টি জনগণের কাছে বেশি করে তুলে ধরতে চায় ক্ষমতাসীনরা।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের মূল কাজটি হলো সঠিক প্রার্থী বাছাই করা এবং সে কাজটিই তারা এখন করছেন। দলের প্রার্থীদের নিয়ে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছি। দলের কারও কারও বিরুদ্ধে নানা নেতিবাচক খবর এসেছে। আপনারা এগুলো জানেন, বলছিলেন তিনি। ফারুক খান বলছেন গত ডিসেম্বরে দলের জাতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়েই আগামী নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে ২০০৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ। সম্মেলনে সবাইকে বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনকে সামনে রেখে করণীয় সম্পর্কেও তৃণমূলের নেতাদের তখন ব্রিফিং করা হয়েছে, বলছিলেন তিনি। পরে জানুয়ারিতে গণভবনে দলের এক যৌথ সভায় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনে জয়ের জন্য তিনটি করণীয় ঠিক করে দিয়েছিলেন দলের নেতাদের। এগুলো হলো দলের প্রতিটি স্তরে কোন্দল নিরসন, নেতাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ভোটারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সরকারের 'উন্নয়নের চিত্র' তুলে ধরা বা প্রচার করা।

এর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নিজেও ঢাকার বাইরে একাধিক সমাবেশ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোতে দলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছেন। এসব সমাবেশ গুলোতে নির্বাচনী শ্লোগান ও দলের নির্বাচন প্রতীককে ব্যাপকভাবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। সামনে ঈদের পর প্রধানমন্ত্রী আরও সমাবেশ করবেন বলে আশা করছে দলটির নেতারা। এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ হাসিনা নির্বাচনী এলাকায় বেশি সময় দেয়া ছাড়াও সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর জন্য এমপিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরই আলোকে জেলা ও উপজেলায় যেখানে সম্মেলন হয়ে গেছে সেখানে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্তত ত্রিশটি জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এসব জেলার বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তা নিয়েও দলের মধ্যে আলোচনা আছে। ঢাকায় বিভিন্ন জেলা কমিটির নেতাদের ডেকে এনে প্রায়শই আলোচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সমাবেশ ও দলীয় সভাগুলোতে যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতাদের। এছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ ও সমমনাদের জোটের পরিধি বাড়ানো যায় কিনা এবং জোটের বাইরে মিত্র তৈরির বিষয়ে কাজ করছেন দলের একদল নেতা।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ। এসব সমাবেশে দলের নেতাকর্মীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মাধ্যমে সারাদেশের তিনশ নির্বাচনী আসনের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে ধারণা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সম্প্রতি এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি খোঁজ নিচ্ছি। জরিপও করেছি। যাদের কারণে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে এবং যাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নেই তাদের মনোনয়ন দেয়া হবে না। দলের সূত্র গুলো বলছে এ জরিপটি মূলত এমপিদের বিষয়ে করা হয়েছে। অর্থাৎ এমপিদের অবস্থান, ভাবমূর্তি ও জনমনে তাদের ইমেজ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ জরিপ থেকে। কারও কারও নামে নেতিবাচক খবর এসেছে। এগুলো আপনারাও জানেন। সেগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং বিস্তারিত তথ্য নেয়া হচ্ছে। আমরা দেখবো দল ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত কারা। আর কোভিডের সময় কে কেমন ভূমিকা রেখেছেন সেটি বিশেষভাবে দেখা হবে, বলছিলেন মি. খান। এছাড়াও দলের একজন সিনিয়র নেতার নেতৃত্বে দলের ইশতেহার ও ঘোষণাপত্রের বিষয়ে প্রাথমিক কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সবগুলো সংসদ নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে দেখা হয়েছে দলের অবস্থা কোন এলাকায় কেমন ছিলো এবং এখন কী অবস্থায় আছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08-04-2023

বান্দরবানে গোলাগুলিতে আটজন নিহত, ঘটনা নিয়ে পুলিশ কী বলছে?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলিতে আট জন মারা গেছে বলে জেলা পুলিশ নিশ্চিত করেছে। পুলিশ সুপার মোঃ তারিকুল ইসলাম বলেছেন, দুপুরে আট জনের মৃতদেহ সদর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য আনা হয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। স্থানীয়রা অনেকে কুকিচিন ও ইউপিডিএফের মধ্যে গোলাগুলির কথা বলছেন। কিন্তু আমরা সেটি ভেরিফাই করতে পারিনি। তবে গোলাগুলি হয়েছে এবং আট জন মারা গেছে, বলছিলেন মি. ইসলাম। স্থানীয় সাংবাদিক সঞ্জয় কুমার বড়ুয়া জানিয়েছেন, রোয়াংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নান তাদেরকে জানিয়েছেন যে কুকিচিন ন্যাশনাল আর্মি ও ইউপিডিএফ ডেমোক্র্যাটের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দুটি বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ। মি. মান্নান দাবি করেছেন, সবার মৃতদেহ এক জায়গাতেই পাওয়া গেছে এবং যারা মারা গেছে তারা 'ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের' গুলিতে নিহত হয়েছে। যদিও ইউপিডিএফ ডেমোক্র্যাট এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী বলে জানিয়েছে। আমরা এ সংঘর্ষে জড়িত ছিলাম না, স্থানীয় সাংবাদিকদের এমন বার্তা দিয়েছেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক উবা মং মারমা। সঞ্জয় কুমার বড়ুয়া জানিয়েছেন, সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে রুমা ও রোয়াংছড়ি সীমান্ত এলাকায় খামতাংপাড়ায়। এলাকাটি রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর থেকে প্রায় কিলোমিটার দূরে।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কি একই ছকে হচ্ছে?

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ শের শাহের আমলে তৈরি ভারতের পূর্ব - পশ্চিমকে যুক্ত করেছে যে মহাসড়ক, সেই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা জিটি রোডের ধারে একটা ভাঙ্গাচোরা চায়ের দোকানে চুপচাপ বসেছিলেন মুহম্মদ সাউদ। তার দোকানের একেবারে পাশেই একটা হিন্দু মন্দির। আমি মুসলমান, কিন্তু পাশেই হিন্দুদের মন্দির। আবার তার ওপাশে আমার ভাইয়ের দোকান। এই মন্দিরটা আমরাই সাফসুতরো করি, লাইট জ্বালিয়ে দিই। এতবছর এখানে দোকান করছি, কিছু হয় নি, কিন্তু দেখুন, আমরা দোকানটা পুরো ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল, বিবিসিকে বলছিলেন মি. সাউদ। বিহারের সমস্তিপুর থেকে প্রায় চার দশক আগে মি. সাউদ চলে এসেছিলেন হুগলী জেলার চটকল এলাকা রিষড়ায়।

এই রিষড়াতেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়ে গেছে কদিন আগে। ওই মিছিল রামনবমীর হলেও উৎসবে দুদিন পরে পুলিশ সেখানকার হিন্দুদের মিছিল করার অনুমতি দিয়েছিল, কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, সব এলাকায় একদিনে রামনবমীর মিছিল করলে পর্যাপ্ত পুলিশ সব জায়গায় পাঠানো যাবে না, তাই দিন ভাগ করে মিছিল হবে।

রিষড়ায় মিছিল হয় দোসরা এপ্রিল, রবিবার।

মি. সাউদের দোকানের ঠিক উল্টোদিকে আরেকটি দোকানও ভাঙ্গা। তিনি বলছিলেন, মিছিল যেদিকে হচ্ছিল, সেখানে গণ্ডগোল হচ্ছে শুনেছিলাম। হঠাৎই সন্ধ্যাবেলা এদিকে একদল ছেলে এসে পাশে রাখা কয়েকটা ঠেলাগাড়ি বড়রাস্তার মোড়ে জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিল। ওই ঠেলাগুলো সবই ছিল মুসলমানদের। তারপরে আমাদের দোকানগুলো ভাঙ্গল, জিনিষপত্র সব তছনছ করে দিল।

জিটি রোডের ওপরে যখন দোকান ভাঙ্গচুর, ঠেলাগাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে, একটু দূরে হিন্দু প্রধান এলাকার দিকে উড়ে আসছে ইঁট, কাঁচের বোতল।

ঘটনার কদিন পরেও সেইসব ইঁটের টুকরো আর কাঁচের বোতল রাস্তার ধারে জড়ো করা ছিল।

ওই এলাকার অলিতে গলিতে হিন্দুত্বের প্রতীক গেরুয়া পতাকার ছড়াছড়ি, গলির মোড়ে মোড়ে জটলা।

পুলিশ মাঝে মাঝেই এসে সবাইকে বাড়িতে চলে যেতে বলছে।

রিষড়া মূলত একটা শিল্পাঞ্চল। একেবারে পাশেই চটকল রয়েছে। সাধারণত শ্রমিক মহল্লায় ধর্মীয় হানাহানি দেখা যেত না। আগেও কখনও রিষড়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয় নি। অভিষেক সিং নামে এক যুবক বলছিলেন, গত ১২ বছর ধরে যেভাবে রামনবমীর মিছিল বেরয়, এবারও একই রকম মিছিল বেরিয়েছিল, তবে অন্য বছরের সঙ্গে ফারাকটা ছিল, এবার অনেক বেশি ভিড় হয়েছিল, অনেক মানুষ এসেছিলেন।

মিছিলটা জিটি রোড পেরনোর সময়েই অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা (মুসলমানরা) ইঁট পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল গণ্ডগোল, বলছিলেন মি. সিং।

রিষড়ার ঘটনা ঘটার দুদিন আগে ঠিক একইভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেঁধেছিল হাওড়ার শিবপুরে।

হুগলীর রিষড়ায় আগে কখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি না হলে হাওড়ার যে জায়গায় রামনবমীর দিন, ৩০ মার্চ সংঘর্ষ বাঁধে, সেখানে ২০২২ সালের রামনবমীর সন্ধ্যাতেও একইরকম সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এলাকাটি ঘুরে দেখার সময়ে নজরে পড়ল একটি হিন্দু মন্দির, আর তার ঠিক সামনেই সার দিয়ে ফল বিক্রি করছেন মুসলমান দোকানীরা। সেখান থেকে রোজা রাখা মুসলমানরা যেমন আম, কলা, তরমুজ কিনছেন, তেমনই ফল কিনছেন হিন্দুরাও।

পাশের একটি আবাসিক ভবনের বাসিন্দা রাজেশ ঝাওয়ার বলছিলেন, ওদের সঙ্গে তো আমাদের কোনওদিন খারাপ সম্পর্ক ছিল না, ওদের দোকান থেকে তো আমরা সবজি, ফল নিয়মিতই কিনি। সেদিন যে কেন পাথর মারতে শুরু করল, কেন জানে!

ওই এলাকাটির নাম শিবপুর কাজীপাড়া।

স্থানীয় কয়েকজন বলছিলেন, একটি মসজিদের সামনে দিয়ে রামনবমীর মিছিল যাওয়ার সময়ে তার ওপরে ইঁট-পাথর ছোঁড়া হয়। তখন ইফতারের আয়োজন চলছিল।

সরকার দাবী করছে ওই এলাকা দিয়ে মিছিলের অনুমতি ছিল না, কারণ সেখানে গতবছরও সহিংসতা হয়েছিল। তবুও মিছিলটি সেখানে যায় এবং মিছিলকারীদের অস্ত্র ও পিস্তলও ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ইঁট-পাথর যে কে মারল প্রথমে, সেটা জানি না, কিন্তু দুই ধর্মের মানুষের মধ্যেই তারপরে ইঁট বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মেহতাব আজিজ।

মি. ঝাওয়ার যে বহুতল ভবনে থাকেন, সেখানকার এক বাসিন্দা, নিজের নাম গোপন রাখার শর্তে বললেন, আমি জানলার ধারে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছিলাম, মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্র হয়ে গেল রাস্তাটা।

নিজের ফ্ল্যাট থেকে রেকর্ড করা ভিডিও-ও তিনি আমাকে দেখাচ্ছিলেন, যাতে দেখা যাচ্ছে যারা ইঁট ছুঁড়ছে, তাদের কারও মাথায় টুপি আছে, আবার কারও হাতে রয়েছে গেরুয়া ঝাণ্ডা।

ইঁট বৃষ্টির পরেই শুরু হয় আগুন লাগানো আর ভাঙ্গচুর।

কারও ফলের ঠেলাগাড়ি, কারও বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কেনা ট্যাক্সি - হিংসার আগুনে জ্বলে গেছে সবই।

যে মসজিদের সামনে থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, পিএম বস্তির সেই মসজিদের গলিতেই দেখা হয়েছিল শাহিদ ওয়ারসির সঙ্গে।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে একটা ট্যাক্সি কিনেছিলেন।

বলছিলেন, আমার গাড়িটা একেবারে কোনের দিকে রাখা ছিল। গাড়িতে আমার নাম আর মাশাল্লা লেখা ছিল। সেটা দেখেই ওরা পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে গাড়িটা। কিছুই অবশিষ্ট নেই গাড়ির। ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম কথা বলতে, তারা কিছু করতে পারবে না, গাড়িটা জ্বালিয়ে দিল, তবুও ঋণের কিস্তির টাকা আমাকে মেটাতেই হবে।

মুসলমান মহল্লার যুবকরা বলছিলেন, কোনও ঘটনার প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

পরের দিন শুক্রবারের নামাজের পরে দলে দলে এসে ওই অঞ্চলের বেশ কিছু আবাসিক ভবনে ইঁট পাথর মেরেছেন মুসলমানরা।

এক বাসিন্দা মেঘনা ঝাওয়ার বলছিলেন, মুসলমানরা নামাজ আদায় করার পরে একসঙ্গে এসে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। একটা আবাসিক ভবনে, মন্দিরে পাথর ছোঁড়া হয়েছে। একটা বড় বিপণির পুরো কাঁচ ভেঙ্গে দিয়েছে। আগুনও লাগানো হয়েছিল। পুলিশ ছিল, তবে তারা কিছু করে নি।

গতবছরও একই ঘটনা হয়েছিল। এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। একদম নিশানা করেই করা হয়েছে, বলছিলেন মিজ ঝাওয়ার।

এলাকার একটি হিন্দু মন্দিরের ওপরে যে শুক্রবার দুপুরে পাথর ছোঁড়া হয়েছে, সেই নিদর্শন এখনও রয়েছে সেখানে।

মন্দিরটির পুরোহিত সুদামা ঠাকুর বলছিলেন, দুপুর একটা দেড়টা নাগাদ হঠাৎই ইঁট পড়তে শুরু করল। আমি তখন মন্দিরের ভেতরেই ছিলাম। বিগ্রহের দিকে বা মন্দিরের ভেতরে ইঁট ছোড়ে নি কেউ, কিন্তু বাইরের দিকে, ছাদে বৃষ্টির মতো ইঁট পড়েছে। সব এক জায়গায় জড়ো করে রেখে দিয়েছি আমি।

হাওড়ারই বাসিন্দা, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলছিলেন, আমরা তো রামনবমীর মিছিল ছোটবেলা থেকেই দেখছি। আমাদের শহরের রামরাজাতলা তো রামের পুজোর জন্যই বিখ্যাত। কিন্তু কোনওদিন দেখি নি লাঠি, তলোয়ার এমনকি পিস্তল নিয়ে রামনবমীর মিছিল হচ্ছে। এই কিছুদিন হল আমরা এটা দেখছি। হিন্দু মুসলমানে ভাগ করে দিলে যাদের লাভ হবে, তারাই এটা করতে চাইছিল।

তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্টতই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর দিকে নিশানা করছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য।

আবার বিজেপি দোষ দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে।

দলটির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাইয়ের কথায়, হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলিম ভোট টিএমসির দিকে পোলারাইজ হয়েছিল, সেটা ঘুরে যাচ্ছে। এটা আবার পোলারাইজ করার জন্য রামনবমীতে উনি প্ল্যান করে এটা করিয়েছেন। আর রাজনীতি হলে লাভ তো কারও না কারও হবে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জী যেটা করছেন, সেটা পশ্চিমবঙ্গকে আগুনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন।

এবছর রামনবমীর সন্ধ্যায় যতগুলি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সেগুলোর পুলিশী তদন্ত চলছে, কিন্তু ঘটনাক্রম দেখে মনে হচ্ছে একই কায়দায় সহিংসতা ছড়িয়েছে। মগরিবের নামাজ চলাকালীন, অথবা ইফতারের সময়ে মসজিদ বা মুসলমান এলাকার সামনে দিয়ে রামনবমীর মিছিল গেছে আর ঠিক সেখানেই সংঘর্ষ বেঁধেছে।

মেহতাব আজিজের কথায়, আগেও তো রামনবমীর মিছিল দেখেছি। তারা তাদের ভগবানের গান বাজিয়ে মিছিল নিয়ে চলে যেত। তবে এবার যেসব গান বাজানো হচ্ছিল, সেগুলি খুবই উস্কানিমূলক। যেমন একটা গান চলছিল হিন্দুস্তানে থাকতে গেলে কী কী করতে হবে - এইসব গান।

রামনবমীর মিছিলে উস্কানিমূলক গানের প্রসঙ্গ আসতেই মনে পড়ল ২০১৮ সালের কথা। সেবার রামনবমীর মিছিল থেকে বড়সড় দাঙ্গা ছড়ায় কয়লা আর শিল্পাঞ্চল আসানসোল রাণীগঞ্জে।

সেই দাঙ্গার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল, তা খুঁজতে গিয়ে জেনেছিলাম রামনবমীর মিছিল থেকে যেসব গান বাজানো হয়েছিল সেখানে, তা মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট।

রামনবমীর মিছিলের জন্যই ডি জে বা ডিস্ক জকিদের দিয়ে নানারকম সাউন্ড ট্র্যাক মিশিয়ে তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ওইসব গানগুলি।

বেশীরভাগ গানই শুরু হয়েছে পাকিস্তানের প্রতি বিষোদগার দিয়ে।

জয় শ্রীরাম ধ্বনি আর পাকিস্তান-বিরোধী স্লোগান বা ছোট্ট ভাষণ দিয়ে শুরু হলেও গানগুলির বাকি অংশে অবশ্য যেসব কথা রয়েছে, সেখানে আর পাকিস্তান নেই।

কোথাও বলা হয়েছে - 'যেদিন হিন্দুরা জেগে উঠবে, সেদিন টুপীওয়ালারাও মাথা নত করে বলবে জয় শ্রীরাম', কোনও গানে লেখা হয়েছে, 'যেদিন আমার রক্ত গরম হবে, সেদিন তোমাকে দেখিয়ে দেব - সেদিন আমি নয়, কথা বলবে আমার তলোয়ার'।

সাউন্ডট্র্যাকের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ছোট ছোট ভাষণও - যা পুরোটা ভাল করে শুনলে বোঝা যাবে যে সেগুলো পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলা, কিন্তু একটা অংশ বিচ্ছিন্নভাবে শুনলে মনে হতেই পারে যে কথাগুলো মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। গানগুলোতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, 'ভারতমাতা কি জয়', 'বন্দে মাতরম' সব কিছুই।

রামনবমীর মিছিল থেকে যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রতিবছরই হচ্ছে, তার শুরুটা হয়েছিল সেই ২০১৮ সালে আসানসোল রাণীগঞ্জের দাঙ্গা দিয়েই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এটা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন।

২০১৮তে যখন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল, বা তার পরের বছর ২০১৯ এ লোকসভার ভোট ছিল, তখনও ঠিক এভাবেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটনা হয়েছে। আবার ২০২৩-এ এসেও আমরা দেখছি রামনবমীকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ। কয়েকমাস পরে আবারও পঞ্চায়েত নির্বাচন, আবার পরের বছর লোকসভা নির্বাচন। একই প্যাটার্নে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষগুলো হচ্ছে। কাকতালীয় ব্যাপার মোটেই নয় এগুলো, বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী।

তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধলে ধর্মীয় মেরুকরণ হয়, আর তার প্রভাব পড়ে কাছাকাছি সময়ে থাকা নির্বাচনের ফলাফলে।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা আর তা থেকে ধর্মীয় মেরুকরণের ফল ২০১৮র পঞ্চায়েত ভোট আর ২০১৯এর লোকসভা ভোটে পেয়েছিল বিজেপি।

এই নতুন ধরণের মেরুকরণের প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন বিজেপির স্বার্থ আছে, তেমনই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসেরও স্বার্থ আছে, বলছিলেন অধ্যাপক বসুরায়চৌধুরী।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমানপ্রধান বিধানসভা কেন্দ্র সাগরদিঘীতে উপনির্বাচন হয়েছিল। কেন্দ্রটি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। তবে এবারে সেই আসনে জিতেছে কংগ্রেস-বাম জোটের প্রার্থী। এর আগে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ৫০ হাজার ভোটে জিতেছিল, সেই আসনে এবারের জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী প্রায় ২৫ হাজার ভোটে জিতেছেন, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দিক থেকে প্রায় ৭৫ হাজার ভোট 'সুইং' করে বা ঘুরে গিয়ে বিরোধীদের পক্ষে গেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেন। কিন্তু সাগরদিঘীর ফলাফলের পরে তৃণমূল কংগ্রেস চিন্তায় পড়েছে যে মুসলমান ভোট কি তাহলে তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে!

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা, যার মধ্যে সাগরদিঘীর ফলাফলও আছে, তা থেকে ইঙ্গিত পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সম্ভবত আশঙ্কা করছে যে সংখ্যালঘু ভোট, যার বেশিরভাগটাই তারাই পেত, সেই ভোট বিভাজন হয়ে যেতে পারে। তাই এধরণের পরিস্থিতি উভয় পক্ষের কাছেই অত্যন্ত জরুরী যে ধর্মের ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটানো, বলছিলেন সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী।

তিনি তাই মনে করেন হাওড়ার শিবপুর, রিষড়া বা উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে যা হয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন নয়।

'রাশিয়ার হুঁশ ফেরাতে' চীনের ভরসায় ফ্রান্স

বেইজিং ঃ ফরাসি নেতা এমানুয়েল ম্যাক্রঁ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংকে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বেইজিংয়ে তিনি মি. শি'কে বলেন, আমি জানি যে, রাশিয়ার হুঁশ ফেরাতে এবং সবাইকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে আমি আপনার উপর নির্ভর করতে পারি।

মি. শি বলেন, বিশ্ব শান্তি রক্ষায় চীন ও ফ্রান্সের সামর্থ্য ও দায়িত্ব রয়েছে। তবে মস্কো বলেছে যে, এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখবে।

মি. ম্যাক্রঁ চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে রয়েছেন এবং এটি পশ্চিমা ও চীনের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত খারাপ সম্পর্কের কারণে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। চীন এখন পর্যন্ত ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের নিন্দা করতে অস্বীকার করেছে। মি. ম্যাক্রঁ বাণিজ্য সম্পর্কও জোরদার করতে চাইছেন। তার সাথে ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন ডের লেইন যোগ দিয়েছেন, যাকে তিনি চীনা নেতৃত্বের পাশাপাশি একটি বড় ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি মি. শি'র সাথে সরাসরি আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এতে এখনো প্রকাশ্যে কোন প্রতিক্রিয়া আসেনি।

কিন্তু মিজ ফন ডের লেইন বলেছেন মি. শির সাথে তার আলোচনার সময় তিনি মি. জেলেনস্কির সাথে কথা বলার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যখন পরিস্থিতি এবং সময় সঠিক হবে তখন। বৃহস্পতিবার, রাশিয়া স্বীকার করেছে যে চীনের মধ্যস্থতার জন্য অত্যন্ত কার্যকর এবং ক্ষমতাশালী সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, কিন্তু ইউক্রেনের সাথে পরিস্থিতি জটিল, এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নেই, এবং রাশিয়ার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

বৃহস্পতিবার রাতে মি. ম্যাক্রঁ একটি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নেন, এবং শুক্রবার দু'জন দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর গুয়াংজুতে যাবেন যেখানে তারা আবার একসাথে ব্যক্তিগতভাবে খাবার খাবেন। গত নভেম্বরে বালিতে জি২০ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সাক্ষাতের পর থেকে এই সফরটি পশ্চিমা কোন

বৃহস্পতিবার বিকেলে, মি. ম্যাক্রঁকে মি. শি'র সাথে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় প্রবেশের আগে বেইজিংয়ে একটি বড় সামরিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়েছে। বৈঠকটিকে চীন এবং ফরাসি কর্মকর্তারা অকপট এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় মি. শি বলেন, চীন শান্তি আলোচনার পক্ষে এবং একটি রাজনৈতিক সমাধান চায়, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহনের আহ্বান জানান।

তিনি আবারো বলেন যে, সংঘাতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। চলতি সপ্তাহের শুরুতে রাশিয়া বলেছিল যে, তারা বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র রাখার পরিকল্পনা করেছে। যেখানে এই জোটের সাথে নেটোভূক্ত দেশগুলোর সীমান্ত রয়েছে তার কাছাকাছি।

মি. ম্যাক্রঁ বলেন, যতদিন ইউক্রেন অন্য কারো দখলে থাকবে ততদিন আমরা একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল ইউরোপ পেতে পারি না এবং এটি অগ্রহণযোগ্য যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একজন সদস্য সংস্থার সনদ লঙ্ঘন করেছে।

ফরাসি নেতা একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বরে তার বক্তব্য রাখেন এবং সংবাদ সম্মেলনের সময় তিনি বার বার মি. শি'র দিকে ফিরে তাকে সরাসরি সম্বোধন করছিলেন। এটি ছিলো মি. শি'র নির্বিকারভাবে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেয়ার ঠিক বিপরীত।

পরে একটি আলাদা সংবাদ সম্মেলনে, মিজ ফন ডের লেইন জোর দিয়ে বলেন, চীন যদি রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করে তবে তা হবে আন্তর্জাতিক আইনের লংঘণ এবং এটি ইইউ এবং চীনের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক ক্ষতি করবে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে, তিনি আশা করেন যে বেইজিং এমন একটি ভূমিকা পালন করবে যা একটি ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রচার করে, এবং তিনি ইউক্রেনের নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কির শান্তি পরিকল্পনার সমর্থনে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন - যাতে রুশ সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। চীন তার নিজস্ব শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে যা পশ্চিমা দেশগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে এটি রাশিয়ার পক্ষে খুব বেশি সমর্থনমূলক। তবে মি. জেলেনস্কি এতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং নেতার সাথে মি. শির সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মি. ম্যাক্রঁ, যিনি নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক শান্তির মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রমাণ করতে আগ্রহী, তিনি এই সফরের মাধ্যমে ইউক্রেন সংঘাতের সাথে জড়িত সব পক্ষের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ নিশ্চিত করলেন।

পর্যবেক্ষকরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি জানেন যে, গর্ব করার মতো বড় কোন কূটনৈতিক অর্জন নিয়ে তার এই চীন সফর থেকে ফেরার সম্ভাবনা কম। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের বিষয়ে মি. শি'র দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে, বলতে গেলে এমন সম্ভাবনা খুবই কম।

মি. ম্যাক্রঁ সম্ভবত ছোট অগ্রগতি, পারস্পরিক মিল রয়েছে এমন ইস্যু এবং বাণিজ্য ও আলোচনার মাধ্যমে জড়িত থাকার সুবিধার উপর জোর দেবেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, ফ্রান্স যেহেতু পশ্চিমা জোটের অংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ, তার মানে এই নয় যে এটি রাশিয়ার মিত্র চীনের সাথে তার সম্পর্ক গভীর করতে পারবে না।

সংবাদমাধ্যমে তার মন্তব্যে, ফরাসি নেতা চীনের মানবাধিকার বিষয়গুলো নিয়ে তেমন কিছু বলেননি যা চীন এবং পশ্চিমের মধ্যে একটি বহু বছরের বিরোধের অন্যতম কারণ। তবে তিনি বলেছিলেন যে, এই ইস্যুগুলো ফ্রান্সের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে সম্মান করা ভাল।

মি. ম্যাক্রঁ সফরে ফরাসি এবং চীনা কর্পোরেশন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও হয়েছে, যা তিনি এবং মি. শি প্রত্যক্ষ করেছেন।

তার সফর সঙ্গীদের মধ্যে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, শিল্পী ও জাদুঘরের কর্মকর্তারাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল রয়েছেন। এদর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিমান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এয়ারবাস, বিলাসবহুল গ্রুপ এলভিএমএইচ, এবং পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইডিএফ-এর শীর্ষ কর্মকর্তা।ফ্রান্সে পেনশন ব্যবস্থার অজনপ্রিয় সংস্কার নিয়ে ধর্মঘট ও অস্থিরতার মধ্যেই মি. ম্যাক্রঁ সর্বশেষ মি. শি'র সাথে দেখা করার চার বছর পর বেইজিং সফর করছেন।